১জত্নবংশ সঙ্গে[২] তবে আর[৩] জৌবন্নাস
৪ সৈন্সের সহিত অনুশাল মহেষাস ॥৩২৬
৫ [যজ্ঞের মণ্ডপে ছিল বহু মুনিগণ।
তান সঙ্গে বহুদিন করিল বঞ্চন ॥ ৩২৭
বিংশদিন এহি মতে আনন্দে গোআল।
চৈত্র পৌর্ণমাসী তবে আসিআ মিলিল॥]
যজ্ঞেত দীক্ষিত রাজা দ্রৌপদীর সঙ্গে।
৬অসিপত্র আরম্ভিল অতি মনোরঙ্গে॥৩২৯
৭ পৌর্ণমাসী প্রবেশিতে জেন বেদবিধি।
৮ব্রাহ্মণেরে দান দিলে কথা রত্ননিধি ॥ ৩৩০
৯ ব্রাহ্মণে মঙ্গল করিআ বহুতর।
১০ঘোড়া অধিবাস করে যজ্ঞের অন্তর॥৩৩১
নানাবিধ নৃত্যগীত বহু কোলাহল[১১]।
১২ঘোড়া পুজিলেক যুধিষ্ঠির মহাবল ॥ ৩৩২
কুঙ্কুমচন্দনে[১৩] সর্ব্ব অঙ্গ লেপিলেন্ত
১৪বহুল কুসুম্ভ পুষ্পে ভূষণ দিলেন্ত ॥ ৩৩৩

১ অগুরুচন্দন সব ঢালিল শরীরে।
২ মণিরত্ন ভূষণ কাঞ্চন সুরুচিরে। ৩৩৪
কপালে লেখিল পত্র সুবর্ণের জলে।
৩বিখ্যাত পাণ্ডবপুত্র ভুবনমণ্ডলে ॥ ৩৩৫
৪ হস্তিনাপুরেত যুধিষ্ঠির মহারাজা।
৫পৃথিবীত যত রাজা সবা তার প্রজা ॥৩৩৬
৬ গোত্রবধ মহাপাপ খণ্ডাইবার কারণ।
৭ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবারে কৈল মন ॥৩৩৭
৮ পূজিয়া যজ্ঞের ঘোড়া উদ্যানে এড়িল।
৯কনিষ্ঠ অর্জ্জুন তার সঙ্গে নিয়োজিল ॥৩৩৮
১০জার শক্তি আছে ঘোড়া ধরউক আহ্মার
১১শরণে পৈসউক শক্তি হীন জে রাজার*
[এহি পত্র বান্ধিয়া জে ঘোড়ার কপালে।
এড়িলেক ঘোড়া যুধিষ্ঠির মহীপালে ॥৩৪০

---

১ যত্নবংশ সনে তার রাজা যৌবনাশ্ব।
২ • সনে (সমে)।
৩ রাজা।
৪ সসৈন্য সংহতি অনুসাল তার পাশ ॥
৫ [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
৬ অসিপত্র ব্রত করন্তি অনুক্রমে ॥
৭ পৌর্ণমাসী প্রবেশ যেন বেদ বিধি।
৮ ব্রাহ্মণেরে দিলা দান আরম্ভিলা নিধি ॥
৯ ব্রহ্মবৈষ্টি (?) মঙ্গল করিয়া বহুল।
১০ ঘোড়া অধিবাসে রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল।
১১ • বহু রত্ন দান।
১২ ঘোড়া পূজিলেক রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
১৩ • লেপ •
১৪ বহল সুগন্ধি দ্রব্য বসনে দিলেন্ত ॥

১ অগুরু গুগ্‌গুলু ধূপে বাসিয়া শরীর।
২ মণি রত্ন কাঞ্চনে সর্ব্বাঙ্গে ভূষিল।
৩ বিখ্যাত পাণ্ডববংশ ত্রিভুবন তলে।
৪ হস্তিনাপুরেতে রাজা নামে যুধিষ্ঠির।
৫ অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ পবিত্র শরীর।
৬ গোত্রবধ পাতকের সংহার কারণ।
৭ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবারে মন ॥
৮ কনিষ্ঠ অর্জ্জুন তার সঙ্গে নিযোজিল।
৯ তান সঙ্গে যত সব সৈন্য আদেশিল ॥
১০ যার শক্তি থাকে অশ্ব করোক নিবারণ।
১১ শক্তিহীন নরপতি পশুক শরণ ॥

* ইহার পর নিম্নলিখিত পদ কয়টী দ্বিতীয় পুস্তকে অধিক আছে,—

ঘোটক ধরউক যে বলবন্ত জন।
অর্জ্জুনে পাঠাইব তারে যমের সদন ॥
হেন মতে পত্র লেখে ধর্ম্মনৃপবর।
নানামতে বাদ্য বাজয় জোকার ॥

অর্জ্জুনক বুলিলেক বহুল আদরে।
চলচল ভাই তুমি ঘোড়া রাখিবারে ॥৩৪১
কৃষ্ণদেব জার মনে সদাএ বৈসন্ত।
ধ্যানযোগে জার পদ সদাএ ভাবন্ত ॥ ৩৪২
তাহার আপদ নাই দেখ কোহ্নু কালে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হএ তান পদবলে ॥ ৩৪৩
হেন গুণ আছে তোর শুন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের পরম বন্ধু তুহ্মি ভুবনময় ॥ ৩৪৪
চল ভাই ঘোড়া রাখিবার ক্ষিতিতল।
হাতেতে গাণ্ডীব ধনু তুহ্মি মহাবল ॥ ৩৪৫
এ বুলিআ অতিপ্রেমে ভাই আলিঙ্গিল।
বহু রত্ন ধন দিআ তাকে সম্ভোষিল ॥ ৩৪৬
রাজার বাক্য অবসরে কৃষ্ণ মহামতি।
প্রদ্যুম্ন কুমার ডাকি বলিল ভারতি ॥ ৩৪৭
মোর জত সৈন্য সব সঙ্গে দিলু তোর।
অর্জ্জুনের সঙ্গে জার বাক্য রাখ মোর ॥৩৪৮
বৃষকেতু সঙ্গে জায় কর্ণের নন্দন।
অনুসার রাজা জায় লৈয়া সৈন্যগণ ॥ ৩৪৯
জৌবনাস নরপতি চলহ সমরে।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ঘোড়া রাখিবার তরে ।৩৫০
অর্জ্জুন পাণ্ডব সনে কুরুবংশবীর।
অনুসার রাজা জাউক রণে বড় স্থির ॥৩৫১
জৌবনাস নৃপতি চালাও সর্ব্বসৈন্য।
আপনে প্রদ্যুম্ন চল রণে অগ্রগণ্য ॥ ৩৫২
যোদ্ধক যেমত দেখ তেন যুধিষ্ঠির।
তেহেন দেখিবা সবে ধনঞ্জয় বীর ॥ ৩৫৩
সর্ব্বসৈন্য সহিতে বীর তোর স্থানে।
অর্জ্জুনেহ সর্ব্বসৈন্য [illegible] আপনে। ৩৫৪
অস্ত্রে অস্ত্রে [illegible] অস্ত্র [illegible] সমর্পিল।
নৃপতির ঘোড়া আনি সর্ব্ব[illegible] দিল ॥৩৫৫
বহুবিধ মন্ত্রণা শিখাইল মহামতি।
অর্জ্জুন চালাইআ দিল ঘোড়ার সংহতি ॥[১]
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃতলহরী।
২ শুনন্ত ভকত জনে কর্ণঘটভরি ॥৩৫৭
৩ [খান পরাগল সুত বীর অবতার।
লস্কর ছুটিখান মহিমা অপার। ৩৫৮
অশ্বমেধ পুণ্যকথা শুন মহাশয়।
জিজ্ঞাসিল স্বরূপ বীর ধনঞ্জয় ॥ ৩৫৯
রাখিল যজ্ঞের ঘোড়া কহত ভারতি।
শুনিবারে ধর্ম্মকথা কুতূহল মতি ॥৩৬০
শ্রীকর নন্দিএ কহে বিচারিআ পোতা।
কহিল জে হেন ছিল জয়মুনি গাথা ॥] ৩৬১

॥ দীর্ঘছন্দ ॥

৪ সর্ব্ববীর কলাধিক,
৫ ত্রিভুবন অধিক
৬ আজিহ সকরে যার যশ।
৭ জার বাহু বল ধর,
যুধিষ্ঠির নৃপতির
ক্ষিতিতল হইআ গেল বশ ॥ ৩৬২

---

১ [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
২ শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
৩ [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ পদগুলি দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
৪ সর্ব্বশাস্ত্রে রণে বীর,
৫ ত্রিভুবন খ্যাত বীর,
৬ আজি হতে সকরে জার যশ।
৭ যার বাহুবলে বীর।

[আপনে যে ত্রিনয়ন,
জার সনে কৈল রণ,
প্রীত হইয়া মূর্ত্তি দেখাইল।
জার নিজ বাহুবলে,
দেবের যে মণ্ডলে,
কিরাত কবজ (নিবাত কবচ)
সংহারিল]॥ ৩৬৩
১ শান্ত দান্ত বলবন্ত,
২ অতিশয় বলবন্ত,
৩ কৃষ্ণ জার দ্বিতীয় শরীর।
৪ হাতেত গাণ্ডীব ধনু,
৫ কবচে জড়িত তনু
৬ সাজে ধনঞ্জয় মহাবীর॥ ৩৬৪
অঙ্গরাগ পরিমল,
৭ তনু অতি সুবিমল,
৮ দিব্য সর প্রভাবে মণ্ডিত।
৯ কিরীটিমণ্ডিত শির,
১০ তনু অতি সুরুচির,
দিব্য মণি রত্নে ১১ বিভূষিত॥ ৩৬৫

১ রাজার নিদেশ ধরে,
২ ঘোড়া রাখিবার তরে,
৩ শুভ লগ্নে পয়ান করিলা।
* [নৃপতি চরণ বন্দি,
ভীমসেন অভিনন্দি,
কৃষ্ণের চরণ বন্দে গিয়া॥ ৩৬৬
অন্ধ রাজা প্রণমিল,
বন্ধু সব আলিঙ্গিল,
সম্ভাষিল জত পাত্রগণ।]
৪ প্রণমিল মুনিগণ,
৫ প্রদক্ষিণ হুতাশন,
৬ বন্দে গিয়া মায়ের চরণ॥ ৩৬৭
মাথে তান দিয়া ৭ কর,
মাএ বোলে পুত্রবর,
পাল জ্যেষ্ঠ ভাইর আদেশ ৮।
৯ আপ্তরক্ষা সর্ব্বক্ষণ,
১০ করিয়া করিবা রণ,
১১ চল ঘোড়া জায় জেই দেশ॥ ৩৬৮

---

* [ ]—এই বন্ধনী সম্বদ্ধ অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
১ সাম দান বলবন্ত।
২ অতিশয় পুণ্যবন্ত।
৩ কৃষ্ণের দ্বিতীয় শরীর।
৪ হাতএ ০। ৫ কবচ মণ্ডিত তনু।
৬ সাজে ধনঞ্জয় বীর॥
৭ তনু অতি নিরমল।
৮ দিব্য পুষ্পমালাএ মণ্ডিত।
৯ কনক কিরীটি শিরে।
১০ বহুরত্নে শোভা করে। ১১ ০ রত্ন ০।

১ রাজার আদেশ বোলে। ২ ০ চলে।
৩ শুভলগ্নে প্রণাম করিয়া।
* [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
৪ প্রণমিল মুনিগণ।
৫ প্রদক্ষিণ হুতাশন,।
৬ মায়ের চরণ বন্দে গিয়া।
৭ ০ দিয়া ০। ৮ নিদেশ।
৯ অশ্ব ০।
১০ তবে সে করিয় রণ।
১১ চল পুত্র ঘোড়ার সহিত।

১ [মোর বাক্যে সুনিশ্চয়ে,
শুন পুত্র ধনঞ্জএ,
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।]
২ এহি মাত্র পৌত্র মোর,
৩ সমর্পিলু করে তোর
৪ রণেন্ত পালিবা শিশুজন ॥ ৩৬৯ ॥
মাএর বচন শুনি,
৫ ধনঞ্জএ বোলে পুনি,
৬ বলিলেক প্রত্যুত্তর বাক।
৭ অভিমন্যু পুত্র সম,
৮ জতগুণে অনুপাম,
৯ সর্ব্বকাল রক্ষিতা তাহাক ॥ ৩৭০
১১ [বোল মাও আছে কোন,
সবে মাত্র একজন,
এর বাপ না জানি মারিলু।
দেহে মোর এহি শোক,
অপকীর্ত্তি বোলে লোক,
অধর্ম্ম বহুল উপার্জ্জিলু। ৩৭১ ॥

নৃপতি চরণ বন্দি, ভীমসেন নমস্করি,
কৃষ্ণে চরণ বন্দে গিয়া।
গুরুজন নমস্করি, নিজ ঘরে অনুসারি,
পত্নীগণ সম্ভাষিল গিয়া ॥
বৃষকেতু মহাবীর, প্রণমিল যুধিষ্ঠির,
কৃষ্ণের চরণ বন্দে গিয়া।
(এইস্থানে মেলক চরণ কয়টী নাই।)
ভদ্রাবতী পত্নী তান, সর্ব্বগুণে অনুপাম,
মহাসেন নৃপতি দুহিতা।
স্বামী গন্তকাম জানি, ভক্তি করি কহে বাণী,
বলিলেক অতি সুচরিত।
ঘোটক রক্ষক হেতু, চল প্রভু বৃষকেতু,
বিলম্ব না কর মহাশয়।
যথা রক্ষি ধনঞ্জয়, তথা ত নাহিক ভয়,
তান আজ্ঞা পালিয় সদায় ॥
পত্নীর বচন শুনি, বৃষকেতু বোলে পুনি,
এহিমতে থাক ভদ্রাবতী।
ই বলিয়া ত্বরমাণ, বৃষকেতু বলবান,
হাতে ধনু চলে শীঘ্রগতি ॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীর, প্রণমিল যুধিষ্ঠির,
কৃষ্ণের চরণ বন্দে গিয়া।
যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব, কৃষ্ণ প্রণমিয়া ভাল,
যুধিষ্ঠিরে বন্দিল আসিয়া ॥
পুনিবোলে ধনঞ্জয়, এহি মোর বাক্যচয়,
শুনিশা যে হইবা সাগহিত।
(এইখানেও আবার মেলক চরণ কয়টী নাই)
যত সব বীরগণ, কুরুক্ষেত্রে কৈল রণ,
দুর্য্যোধন কারণে মারিলুম।

---

১ [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
২ বৃষকেতু পৌত্র মোর,
৩ সমর্পিলুম।
৪ রণেন্ত পালিয় শিশুজন।
৫ এই স্থানে দ্বিতীয় পুস্তকে বলে,—
"তান সে করিব রণ, পালিয় আজ্ঞার বচন।"
(তাহার পর মেলক চরণটী নাই।)
৬ অর্জ্জুনেহ মনে গুণি।
৭ কহিলেন প্রত্যুত্তর বাক্য।
৮ অভিমন্যু সম হয়,
৯ বৃষকেতু মহাশয়,
১০ এহিমত দেখিব তাহাকে।
১১ [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশগুলির পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পুস্তকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখা যায়।

এহি শিশু মহাভাগ, তাকে যদি অনুরাগ,
না করম মুঞি পাপমতি।
তবে কোন প্রকার, পরলোক তরিবার,
বোল মোর হউক কোন গতি ॥৩৭২
পুত্রের বচন শুনি, আনন্দিত মাও পুনি,
আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর।
গান্ধারীক প্রণমিআ, সুভদ্রক সম্ভাষিআ,
তবে ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥৩৭৩
নমস্করি দৈবকীকে, প্রণমিআ রুহিণীকে,
রুক্মিণীক করিআ প্রণাম।
সত্রজিতা নন্দিনীর, চরণ বন্দিআ ধীর,
চলিল পূরিআ মনস্কাম ॥৩৭৪

নৃপতি চরণ বন্দি, ভীমসেন নমস্করি,
কৃষ্ণে চরণ বন্দে গিয়া।
গুরুজন নমস্করি, নিজ ঘরে অনুসারি,
পত্নীগণ সম্ভাষিল গিয়া।
বৃষকেতু মহাবীর, প্রণমিল যুধিষ্ঠির,
কৃষ্ণের চরণ বন্দে গিয়া।
(এই খানে মেলক চরণ কয়টী নাই)
ভদ্রাবতী পত্নী তান, সর্ব্বগুণে অনুপাম,
মহাসেন-নৃপতি-দুহিতা।
স্বামী গন্তকাম জানি, ভক্তি ক'রে কহে বাণী,
বলিলেক অতি সুচরিতা ॥
ঘোটক রক্ষক হেতু, চল প্রভু বৃষকেতু,
বিলম্ব না কর মহাশয়।
যথা রক্ষী ধনঞ্জয়, তথাত নাহিক ভয়,
তান আজ্ঞা পলিয় সদায় ॥
পত্নীর বচন শুনি, বৃষকেতু বোলে পুনি,
এহি মতে থাক ভদ্রাবতী।
ই বুলিয়া ত্বরমাণ, বৃষকেতু বলবান্,
হাতে ধনু চলে শীঘ্রগতি ॥

প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীর, প্রণমিল যুধিষ্ঠির,
কৃষ্ণের চরণ বন্দে গিয়া।
যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব, কৃষ্ণ প্রণমিয়া ভাল,
যুধিষ্ঠিরে বন্দিল আসিয়া ॥
পুনি বোলে ধনঞ্জয়, এহি মোর বাক্যচয়,
শুনিবা জে হইবা সাবহিত।
(এইখানে আবার মেলক-চরণ কয়টী নাই)
যত সব বীর গণ, কুরুক্ষেত্রে কৈল রণ,
দুর্য্যোধন কারণে মারিলুম।
তার যত শিশুগণ, রক্ষা কৈল সর্ব্বক্ষণ,
তোর হাতে মুঞি সমর্পিলুম ॥
প্রেমভাবে দিল কোল, ধনঞ্জয় তোল বোল(?),
দুই করে গ্রীবাতে ধরিয়া।
(এই খানেও মেলক-চরণ কয়টা নাই)
প্রণমিয়া মহীপাল, প্রবেশিল যজ্ঞশাল,
বন্দে গিয়া কৃষ্ণের চরণ।
ভাই সব সম্ভাষিয়া, দ্রৌপদীকে আলিঙ্গিয়া,
করিলেন্ত রথ আরোহণ ॥
শ্বেত অশ্ব রথ তান, শ্বেতচ্ছত্র বিদ্যমান,
কপিধ্বজ মূর্ত্তি হনুমান্।
(এখানেও মেলক-চরণ কয়টী নাই)
অতিপ্রেমে যুধিষ্ঠির, মস্তকেত চুম্ব দিল,
কত দূরে যুধিষ্ঠির বাড়াইয়া দিল।
(ইহারও মিল নাই মেলক-চরণ কয়টীও নাই)
সর্ব্বসৈন্য করি সঙ্গে, অতিশয় মনোরঙ্গে,
তবে ধনঞ্জয় মহাসত্ব।
গিরি নদী অনুক্রমে, লঙ্ঘি জাএ তুরঙ্গমে,
লঙ্ঘি মাত্র দক্ষিণের পথ ॥
লস্কর জে ছুটি থান, কর্ণ সম যার দান,
বলবন্ত বৃকোদর সম।
তাহান আদেশ লভি, শ্রীকরণ নন্দী কহে কবি,
রচিলেক অমৃতের সম ॥

আপনে জে নরপতি, আলিঙ্গিআ প্রেম অতি
কত দূর বাড়াইআ দিলেন্ত।
রাজা বোলে ধনঞ্জয়, এহি মোর বাক্যচয়,
না করিবা মনেত বিভান্ত ॥৩৭৫
জত সব রাজাগণ, কুরুক্ষেত্রে করি রণ,
দুর্য্যোধন কারণে মারিলুম।
তা সভার শিশুগণ, প্রাণ রক্ষি কর রণ,
তোর ঠাই মুঞি সমর্পিলু(ম) ॥৩৭৬
শুনিআ রাজার বাক, বন্দিআ চরণ তাক,
পুনি কৃষ্ণের চরণ বন্দিআ।
প্রেমভাবে দিআ কোল, ধনঞ্জয় বোলে বোল,
দুই করপুট আরোপিআ ॥৩৭৭
তুহ্মি পারে বলবান, নাহি মোর গতি আন,
* তুহ্মি মুনে (গুণে) জিনি আহ্মি রণ।
ঘোড়া রাখিবার তরে, জাই আহ্মি দেশান্তরে
তোমার ঠাই মোর নিবেদন ॥৩৭৮
জবে মুই আইসম ঘর, দ্বারাবতী দামোদর,
মোহর গৌরবে না জাইবা।
এথা রহি সাবধান, সঙ্গে ভীম বলবান্,
ভূপতিক রক্ষণ করিবা ॥৩৭৯
শুনি ধনঞ্জয় বোল, কৃষ্ণে তাকে দিআ কোল
অঙ্গীকার বলিলা বচন।
সঙ্গে তার চলিবার, জদু সৈন্য পরিবার,
চালাইআ দিল ততক্ষণ ॥৩৮০
প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীর, ভূমিতলে গড়ি শির,
কৃষ্ণের চরণে প্রণমিল।
যুধিষ্ঠির প্রণমিল, ভীমসেন সম্ভাষিল,
মাদ্রীপুত্র দুই আলিঙ্গিল ॥১৮১
বৃষকেতু মহাবীর, প্রণমিল যুধিষ্ঠির,
গোবিন্দের চরণ বন্দিয়া।
গুরুজন নমস্করি, নিজ ঘর অনুসারি,
পত্নীগণ সম্ভাষিল গিয়া ॥৩৮২
বলভদ্র রতি (?) নামা, সর্ব্বগুণে অনুপামা
মহাসেননৃপতিদুহিতা।
সোমগণ্ডে কাম জিনি, ভকতি করিআ বাণী
বলিলেক অতি সুচরিতা ॥৩৮৩
ঘোড়া রক্ষিবার হেতু, চল প্রভু বৃষকেতু,
সর্ব্বভাবে সেবিবা পাণ্ডব।
বিমুখ না হইবা রণে, সেবিবেক সর্ব্বজনে,
কর গিআ শত্রু পরাভব ॥৩৮৪
আহ্মি এথা দ্রৌপদীক, ভকতি করি অধিক,
বন্দিবাম কুন্তীর চরণ।
মুনিপত্নীগণ বন্দি, গুরুজন অভিসন্ধি,
রুক্মিণীক করিমু বন্দন ॥৩৮৫
ধর্ম্মবাণী শুনিবম, যজ্ঞশালাএ থাকিবাম,
পরিচর্য্যা গুরুক করিমু।
দৈবকীক পূজিমু, সত্যভামা সেবিমু,
পতিব্রতা মেলেত থাকিমু ॥৩৮৬
পত্নীর বচন শুনি, বৃষকেতু বোলে পুনি,
এহি রূপে থাক প্রভাবতি।
ত্রিভুবন বল জার, একত্রে থাকএ তার,
না গণম কর্ণের সন্ততি ॥৩৮৭
আপনে যে দেবগণ, যদি আসি করে রণ,
তথাপিহ বিমুখ না হইমু।
সত্য সত্য বলি বাক, না চিন্তিয় তুহ্মি তাক
অর্জ্জুন সংহতি চলি জাইমু ॥৩৮৮
এ বুলিআ ত্বরমাণ, বৃষকেতু বলবান,
হাতে ধনু লইআ চলিলেন্ত।
রথবেগ অনুসারি, অহঙ্কার মনে ধরি,
সৈন্যের অগ্রেতে চলিলেন্ত ॥৩৮৯

মহাসত্ত্ব হস্তী লড়ে, ঘোড়া সব বড় বড়ে
পবনগমন অশ্বগণ।
হেন সৈন্য করি সঙ্গ, পত্তি সব মনোরঙ্গ
ধনঞ্জয় রথ আরোহণ ॥৩৯০
কবচে জড়িত তনু, হাতএ গাণ্ডীব ধনু,
বীর সব যম মূর্ত্তিমন্ত।
রথ রথী চলে জত, তাহা বা কহিব কত,
বীর সব চলে বলবন্ত ॥৩৯১
শ্বেত ঘোড়া রথ তান, শ্বেতছত্র বিদ্যমান,
ধ্বজে ছত্র কপি হনুমান।
বহু মুনি সুগঠিত, রথ অতি সুললিত,
চারি দিকে পতাকা শোভন ॥৩৯২
বাউগতি রথবর, সারথি চতুর তর,
হাতে ধনু শর মহারথী।
পরম আনন্দ তার, বহু সৈন্য পরিবার,
চলিলেক ঘোড়ার সংহতি ॥৩৯৩
উগ্রামে চলিল ঘোড়,ভাঙ্গিআ যে মহা ক্ষোড়?
প্রথমে দক্ষিণমুখে চলে।
জত দূর পাথ তান, সঙ্গে সৈন্য বলবান,
ধনঞ্জয় জাএ কুতুহলে ॥৩৯৪
থাল কটক ঢোল, কাসি করতাল রোল,
বহুবিধ বিচিত্র বাজন।
সৈন্য সব কোলাহল, রথী সব মহাবল,
বিচিত্র পতাকা লুধ তপন ॥৩৯৫
নৃত্যগীত সিংহনাদ, পথে নাহি অবসাদ,
তিন কোশ পথ জুড়ি সৈন্য।
হাতে ধনুশর সজ্জ, রথ পাছে বৃষধ্বজ,
কর্ণপুত্র মায়া অগ্রগণ্য ॥৩৯৬
জান পাছে কামদেব, সর্ব্ববীরগণ সেব,
জত মায়াযুদ্ধের সাগর।

রুক্মিণীনন্দন বীর, অতি বড় সুরুচির,
সভার প্রধান বলি আর ॥৩৯৭
সাত্যকি তাহার পাছে, কৃতবর্ম্মা তার শেষে,
অনুসাল নৃপতি পাছে তার(ন)।
বহুবিধ নরপতি, মধ্যেত পাণ্ডবপতি,
ধনঞ্জয় ইন্দ্রের সমান ॥৩৯৮
সট বিসট নাম, জন্ম দিল হলী রাম,
দুই পুত্র রেবতী উদরে।
অর্জ্জুনের পাছে জান্ত, জৌবন্নাশ জহ্নুকান্ত,
তার পাছে সর্ব্ব অবসরে ॥৩৯৯
জাদবের সেনাপতি, অতি বড় মহারথী,
তার পাছে হার্দ্দিক চলন্ত।
বহু আনন্দ তার, যজ্ঞ অশ্ব পুরসার,
লই জান্ত দক্ষিণের পথ ॥৪০০
গিরিবর অনুক্রমে, লঙি্ঘ জান্ত তুরঙ্গমে,
দীর্ঘ পথ গ্রাম দেশান্তর।
সর্ব্ব সৈন্যগণ সঙ্গে, অতিশয় মনোরঙ্গে,
জাএ ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥৪০১
নদ নদী বহুতর, ভ্রমে গুহা গিরিবর,
অনায়াসে লঙে্ঘ তুরঙ্গম।
উর্দ্ধানে (?) ঘোটকগতি,ক্ষেমা নাহি দিবারাত্রি
তার পাছে সৈন্য অনুক্রম ॥৪০২
কুতুহলে চলে প্রজা,কোথা আছে হেন রাজা,
ঘোড়া ধরি করিব বিরোধ।
ভয় পাইআ রাজাগণ, পাদ্য অর্ঘ আচমন,
অর্চ্চন্ত জে ধনঞ্জয় ক্রোধ ॥৪০৩
অশ্বমেধ পুণ্যকথা, দেশী ভাষা জেন গাথা,
শুনন্ত জে পুণ্যবন্ত জন।
নাশ হএ পাপচয়, পুণ্য বড় অতিশয়,
জয়মুনি রচিল বিবরণ ॥৪০৪

খান পরাগল সুত, সর্ব্বগুণে অদভুত,
শ্রী ছুটি খান লস্কর।
তাহান আদেশ লভি, শ্রীকর নন্দিয় কবি,
রচিলেক মধুর পয়ার ॥৪০৫
গাণ্ডীবধন্বুষা জেন রক্ষ্যমাণস্তরঙ্গমঃ।
ক্রমেণ নর্ম্মদাতীরে পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ ॥
॥ পয়ার ॥ (ক)
এইরূপে চরিতে চরিতে তুরঙ্গম।
কুতূহল করিতে করিতে অনুক্রম ॥৪০৬
[জাইতে দক্ষিণ পথে অতি বহুদূর।
মিলেলেক সেই ঘোড়া নীলধ্বজপুর ॥]*৪০৭
মাহিষ্মতী নাম পুরী নর্ম্মদার তীরে।
জথা রাজ্য করিল কার্ত্তবীর্য্য বীরে ॥৪০৮
রাবণ রাক্ষস জথা পাইল পরাজয়।
কার্ত্তবীর্য্য রাজা ছিল সময়ে দুর্জ্জয় ॥৪০৯

(ক) এইখানে দ্বিতীয়পুস্তকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখা যায়।
অর্জুনেরে নিদেশিল গৌরব করিয়া।
সাবধানে চল ভাই ঘোড়ারক্ষী হইয়া।
রাজ বাক্য জানিয়া কৃষ্ণ মহামতি।
প্রদ্যুম্ন ডাকিয়া বুলিলা ভারতী ॥
সর্ব্ব যদুসৈন্য সঙ্গে জাইব তোর।
অর্জুনের সনে চল বাক্য ধর মোর ॥
বহুবিধ বুঝাইয়া কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জুন চলিয়া গেল ঘোড়ার সংহতি ॥
এহি মতে ভ্রমিতে আছে এ তুরঙ্গ
কুতূহলে কতদূর জাএ তার সঙ্গ ॥
* বন্ধনীর পদটি দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
মাহেশ্বরী নামে পুরি নর্ম্মদার কূলে
যথা রাজ্য কৈল পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্যার্জুনে ॥
রাবণ রাজাএ যথা পাইল পরাজয়
কার্ত্তবীর্য্যার্জুন নামে রাজা আছিল নির্ভয় ॥

১ তার বংশোদ্ভব নীলধ্বজ মহারাজা।
নিজ বাহুবলে পালে ২ নগরের প্রজা ॥৪১০
[৩ তাহান দেশেতে পার্থ তুরঙ্গম।
পাছে পাছে জাএ পার্থ সঙ্গ তুরঙ্গম ॥]৪১১
নর্ম্মদা৪ নদীর তীরে সে অশ্ব ভ্রমন্ত।
নগর নিকটে৫ গিআ সে অশ্ব মিলন্ত ॥৪১২
(খ)
দৈব গতি সেই বনে ক্রীড়া করিবার।
নৃপতি যে নীলধ্বজের প্রধান কুমার ॥৪১৩
প্রথম যৌবন বীর অতি বলবন্ত।
নারী সহস্রেক সঙ্গে সুখে নির্ব্বহন্ত ॥৪১৪
[৬ প্রথম যৌবন বীর নৃপতি নন্দন।
উদ্যানে নিকুঞ্জে কেলি করে সর্ব্বক্ষণ ॥]৪১৫
(৭) সহস্রেক নারী মধ্যে রূপে অপচ্ছরা
(৮) মদন মঞ্জরী তান পত্নী মনোরমা ॥৪১৬
(৯) তান সঙ্গে সুখে আছে নৃপতি কুমার।
(১০) হেনকালে ঘোড়া মিলে বিদিতে তাহার॥

(১) তাহার তনয় নীলধ্বজ মহারাজা।
(২) ◦ সকল পরজা ॥
[৩] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৪) নর্ম্মদার তীরে সে অশ্ব মিলিল।
(৫) নগরে পুষ্প বন সকলই ভাঙ্গিল ॥
(খ) এই খানে দ্বিতীয় পুস্তকে দেখা যায়;
পুষ্পবনে কুতূহলে কুমার বসন্ত।
এক সহস্র নারী লইয়া তথাতে বসন্ত ॥
[৬] দ্বিতীয় পুস্তকে নাহি।
(৭) সেই নারীগণ মাঝে রূপ অপ্সরা।
(৮) মদনমঞ্জরী নামে পত্নী মনোহরা
(৯) তার সনে পুষ্প বনে বসএ কুমার
(১০) হেন (কালে) আইল ঘোড়া বিদিতে তাহার ॥

ঘোটক দেখিআ [বোলে১] মদনমঞ্জরী।
দেখ দেখ প্রভু তুহ্মি২ অবধান করি ॥৪১৮
(৩) এহেন ঘোটক নহি দেখি কোন্নঃ৪কালে।
বীর্য্যশালী তনু৫ অতি সুরঙ্গ বিশালে ॥৪১৯
(৬) অতি শুক্লবর্ণ দেখি থির সমসর।
(৭) তাম্রের সদৃশ দেখি দুই ওষ্ঠাধর ॥৪২০
(৮)[রক্তবর্ণ কণ্ঠ তার কৃষ্ণবর্ণ দেস। (?)
উর্দ্ধ দুই কর্ণ দেখ ঘনশ্যাম বেশ ॥৪২১
অতি নীলবর্ণ চক্ষু সুরঙ্গ কবন্দ। (?)
কোহ্নকালে অশ্ব হেন না দেখিছি ছন্দ ॥]২
(৯) কপালেত দেখ প্রভু লিখনপত্রিকা।
(১০) শোভকে যে দিব্যমণি যেন ললাটিকা ॥
(১১) কিরূপ দেখহ প্রভু শুন প্রাণেশ্বর।
(১২) তত্ত্ব জানিবারে প্রভু শ্রদ্ধা বহুতর ॥২৪
পত্নীর বচন শুনি নৃপতিনন্দন।
(১৩) পরম প্রমোদ ভারে উঠিল তখন ॥৪২৫
(১৪) বলে গিআ সে অশ্বের কেশেতে ধরন্ত।
(১৫) কপালের পত্রগত পড়িআ চাহন্ত ॥৪২৭

---

[১] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(২) হব (?)
(৩) এমত • (৪) • কোন • (৫) •দেখ সুন্দর কপালে
(৬) অতি শুক্ল পীতবর্ণ ক্ষীর সমসর।
(৭) তাম্রপত্র সম রক্ত কর্ণ ওষ্টাধর ॥
[৮] বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৯) কপালে দেখ এ প্রভু লেখন বহুতরা।
(১০) শোভা করে স্বর্গে যেন উলিয়াছে তারা ॥
(১১) কিরূপ দেখিমু মুই শুন প্রাণেশ্বর।
(১২) তত্ত্ব জানিতে মোর শ্রদ্ধা হএ বহুতর ॥
(১৩) পরম কৌতুক মনে উঠে ততক্ষণ।
(১৪) বলে গিয়া অশ্বের কেশেতে ধরিল।
(১৫) কপালের পত্র খানি তখনে পড়িল ॥

জ্ঞাতিবধ১ পাপে যুধিষ্ঠির২ মহামতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবারে৩ শ্রদ্ধা অতি ॥৪২৮
[৪ উত্থানে এড়িল ঘোড়া এহি সে কারণ।
অর্জুনকে নিয়োজিল করিতে রক্ষণ ॥]৪২৯
(৫) জার শক্তি আছে ঘোড়া ধরউক আস্কার
(৬) নতুবা শরণে পৈসউক তেজি অহঙ্কার ॥
(৭) এহি পত্র পড়িআ নৃপতি যুবরাজ।
নারীগণ পাঠাইল অন্তঃপুর৮ মাঝ ॥৪৩১
(৯) সৈন্যবৃহ করি ঘোড়া জখনে ধরিল।
(১০) অর্জুনক না গণিআ ঘোড়া ধরি নিল ॥
(১১) এথাত অর্জুনবীর ঘোড়া অন্বেষন্ত।
(১২) অনুশাল রাজা তার সংহতি চলন্ত ॥৪৩
[১৩ রুক্মিণীনন্দন বীর প্রদ্যুম্ন কুমার।
অর্জুনের সঙ্গে চলে ঘোড়া রাখিবার ॥]৪৩৪
(১৪) জৌবন্নাশ রাজা চলে সঙ্গে বহুসৈন্য।
বৃষকেতু বীর চলে১৫ সর্ব্ব অগ্রগণ্য ॥৪৩৫

---

(১) • ভএ •
(২) নরপতি •
(৩) করিতে হইল মতি।
[৪] বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৫) যার শক্তি থাকে •
(৬) নতু মোর শরণে পশুক তেজি অহঙ্কার।
(৭) এহি পত্র পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইল যুবরাজ।
(৮) • অন্তঃপুরের মাঝে।
(৯) সৈন্যব্যূহ করি অশ্ব ধরিয়া রহিল
(১০) অর্জ্জুনকে তৃণ হেন জ্ঞান করিয়া
(১১) এথাতে অর্জ্জুন বীর ঘোড়া অন্বেষ করেন্ত
(১২) যৌবনাশ্ব রাজা •
[১৩] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৪) অনুশাল্ব রাজার সংহতি বহু সৈন্য।
(১৫) • জাএ •

দূরে থাকি দেখে১ তারে কর্ণের নন্দন।
(২) প্রবীরে নেঅন্ত ঘোড়া ধরি ততক্ষণ ॥৪৩
[৩ ঘোড়া বন্দি করে সৈন্যব্যূহ করি চলে।
ডাক দিআ বোলন্ত প্রবীর মহাবলে ॥৪৩৭
ঘোড়া বন্দি করি মুই লইআ জাম ঘর।
কার শক্তি আছে দেখি রাখ অশ্ববর ॥৪৩৮
মোকে রণে জিনি ঘোড়া উদ্ধারহ তোর।
এ বলিআ চলিলেক নৃপতি কোঁয়র ॥৪৩৯
দূরে থাকি বৃষকেতু বোলএ ডাকিআ।
কথা জায় প্রবীর মোহকে না গণিআ ॥৪৪০
পাছে ধনঞ্জয় সমে করিয় সংগ্রাম।
কর্ণপুত্র মুঞি জান বৃষকেতু নাম ॥৪৪১
প্রথমে মোহর সনে করহ সমর।
অবিলম্বে জাইবা তু যমের নগর ॥]৪৪২
(৪) ক্রোধ হইল কর্ণপুত্র সমরকেশরী।
(৫) আস্ফালন করে বহু হাতে ধনুধরি ॥৪৪৩
[৬ শত বাণে প্রবীরের শরীর ভেদিল।
পঞ্চবাণ সারথির হৃদয় গাড়িল ॥]৪৪৪

(ক)

উপহাস্য করে তবে কর্ণের কুমার।
(৭) যুবরাজ প্রবীর রুষিল আরবার ॥৪৪৫

চোখ চোখ বাণ মারি১ বিন্ধে ততক্ষণে।
[২ বাণ ঘায় খাইআ বীর না গণিল মনে ॥৬
কর্ণের নন্দন বীর কর্ণের সমান।
বৃষকেতু বীর পড়ে হইআ মূর্চ্ছমান ॥৪৪৭
তবে অনুসাল বীর হই আগুসার।
থাক থাক করি ডাক ছাড়ে অনিবার ॥৪৪৮
অনুসাল আইসে দেখি নৃপতিনন্দন।
এক বাণে হৃদয় ভেদিল ততক্ষণ ॥৪৪৯
ক্রোধ হইআ অনুসালে করে শর জাল।
জলধি জেহেন বরিসএ সর্ব্বকাল ॥৪৫০
প্রবীর পড়িল হেন ঘোষে সর্ব্বজন।
দূরে থাকি নীলধ্বজে শুনে ততক্ষণ ॥৪৫১
হা হা পুত্র করি রাজা হইল বাহির।
অপমান পাইআ যুঝে রাজা মহাবীর ॥৪৫২
তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহতি তাহান।
রণেতো যে হুতাশন জলে বিদ্যমান ॥৪৫৩
অনুশাল সমে জথা জুঝএ কুমার।
তথা গেল নীলধ্বজ করি অহঙ্কার ॥]৪৫৪

---

(১) • দেখিলেক •

(২) পুরিতে ধরিয়া ঘোড়া নে কোন জন।

[৩] বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।

(৪ ক্রুদ্ধ •

(৫) টানিলেক মহাধনু কর্ণসম করি।

[৬] বন্ধনীস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।

(ক) এইখানে দ্বিতীয় পুস্তকে উদ্ধৃত পদটী দেখা যায়।

(৭) যুবরাজ প্রবেশিল রুষি তবে রণে।

চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটিল তাহার।

(১) • মারে জুড়িয়া শরাসনে ॥

[২] এই বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পুস্তকে,—তবে বীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
দিব্য দিব্য বাণ ধনুতে জুড়িল ততক্ষণ ॥
আকর্ণ পুরিয়া মারিলেক বাণ।
যুবরাজ মহাবীর হইল মূর্চ্ছমান।
এহি কোলাহল সর্ব্ব সৈন্যে উপজিল।
পুরির সৈন্য পড়িল হেন সকলে বুলিল ॥
ঘরে থাকি শুনে রাজা এহি বিবরণ।
পুরি পড়িল হেন কহে চরগণ ॥
তিন অক্ষৌহিনী সেনা সংহতি করিয়া
জামাতা (?) হুতাশন চলে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ॥

(১) অতি ক্রোধে রণ করে বলে নরপতি।
দশ দশ বাণে বিন্ধে২ এক এক রথী ॥৪৫৫
(৩) নীলধ্বজ সমরেত সৈন্য পাএ নাশ।
দূরে থাকি দেখিল৪ অর্জ্জুন মহেষাস ॥৪৫৬
[৫ হাতেত গাণ্ডীব লৈল বীর ধনঞ্জয়।
ত্রিভুবন সমরেত জার নাহি ভয় ॥৪৫৭]
(৬) থাক থাক নীলধ্বজ ডাকে উচ্চস্বরে।
(৭) পঞ্চবাণ যুড়িল অর্জ্জুনধনুর্দ্ধরে ॥৪৫৮
(৮) নীলধ্বজ মারিবারে এড়ে জত বাণ।
পথে কাটি নীলধ্বজে৯ করে খান খান ॥৪৫৯
[১০ বাণ কাটা গেল দেখি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শর জাল করিলেক অতি ভয়ঙ্কর ॥৪৬০
গদা আদি পট্টিশ মুষ(ল) বংশদণ্ড।
ভিন্দিপাল ভল্লুবান (?) এড়েত মহন্ত ॥৪৬১
অর্জ্জুনের বাণে নীলধ্বজ ত্রস্তমনে।
নৃপতির সৈন্য হইল বহু কম্পমানে ॥৪৬২

---

(১) অতিক্রুদ্ধে আইল সেই নরপতি।
(২) ॰ মারে ॰
(৩) নীলধ্বজ সমরে যত সৈন্যে পাএ ত্রাস।
(৪) ॰ দেখিলেক ॰
[৫] ইহার মধ্যস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৬) রহ রহ নীলধ্বজ বোলে উচ্চস্বরে।
(৭) পঞ্চবাণ অর্জ্জুনে জুড়িল সত্বরে ॥
(৮) নীলধ্বজ মারিবারে এড়িলেক বাণ।
(৯) ॰ কৈল ॰
[১০] বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পুস্তকে,
তা দেখিয়া অর্জ্জুন পুরিয়া সন্ধান।
তিন বাণ এড়িলেক হৃদয়ে তাহান ॥
তিন বাণে তিন ঘোড়া করিল সংহার।
সারথির মুণ্ড কাটি পড়িল তাহার ॥
লজ্জা পাইল নীলধ্বজ অতি বিপরীত।
জামাতার মুখ চাহে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥

নীলধ্বজ রাজা যুঝে প্রত্যুম্ন সমে।
বাণে আবরিল জে প্রত্যুম্নে অনুক্রমে ॥৪৬৩
বড়ক্লেশে মাহিষ্মতী রাজা মহামতি।
বাণ বৃষ্টি করিলেক কৃষ্ণের সংহতি [সন্ততি
রথধ্বজ অশ্ব সমে প্রত্যুম্ন কুমার।
বাণে আচ্ছাদিল কিছু না দেখিএ আর ॥৪৬৫
ধনঞ্জয় বীরে তথা সৈন্য সংহারন্ত।
সম্বরিতে নীলধ্বজ রাজাএ নারন্ত ॥৪৬৬]
(১) তাহার জামতা হএ অগ্নি হুতাশন।
(২) গুণেত জুড়িল রাজা বহ্নি সে কারণ ॥৪৬৭
(৩) এড়িলেক অগ্নিবাণ সমর মাঝার।
(৪) নীলধ্বজ রাজা তবে করে অহঙ্কার ॥৪৬৮
[৫ শ্বশুরের হস্ত হোতে যদি নিঃসরিল।
আকাশ সমান অগ্নি জলিয়া উঠিল ॥৪৬৯]
(৬) অগ্নিএ দহএ সব পাণ্ডবের বল।
(৭) বড় বড় রথী সব হইল বিকল ॥৪৭০
(৮) হস্তিযূথ সব দহে অশ্ব রথরথী।
(৯) বীরগণ দহে আর জতেক পদাতি ॥৪৭১
[১০ ভএত পাণ্ডব (সব) হইল বিকল।
দহিলেক বীরগণ সেই রণ স্থল ॥৪৭২]

---

(১) তাহান জামাতা হএ দেব হুতাশন।
(২) ধনুকেত বাণ জুড়ি আইসে ততক্ষণ ॥
(৩) নীলধ্বজ মহারাজা করে অহঙ্কার।
(৪) এড়িলেক অগ্নি বাণ সমর মাঝার ॥
[৫] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৬) অগ্নি ॰
(৭) মহা মহা ॰
(৮) হস্তিগণ দহি দহে মহারথী।
(৯) অশ্ববরে দহে আর বহুল পদাতি ॥
[১০] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।

অর্জ্জুনের মুখ চাহে১ সব সেনাপতি।
বরুণ অস্ত্র২ জোড়ে ধনঞ্জয় শীঘ্র গতি ॥৪৭৩
(৩) বহ্নি নিবারণ হেতু বরুণ এড়িআ।
(৪) আনল নিবারে বীর স্তুতি আরচিআ ॥
(৫) সর্ব্ব দেব মুখ্য তুহ্মি দেব হুতাশন।
(৬) জত ইতি সৃষ্টি সব তোহ্মার কারণ ॥
(৭) তোহ্মার যে তৃপ্তি হেতু রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল সুরুচির৮ ॥৪৭৬
[৯ তুহ্মি দিলা মোহরে গাণ্ডীব দিব্য ধনু।
অক্ষয় কবচ দিল যে জয়ধ্বজ হনু ॥৪৭৭
(১০) সংহারিতে আছ এবে আপনা প্রসাদ।
(১১) না চিন্ত না চিন্ত দেব যজ্ঞের প্রসাদ ॥
এহি কথা কহিতে যে জয় মহামুনি১২।
(১৩) জন্মেজয় জিজ্ঞাসন্ত এহি কথা শুনি ॥
(১৪) কেন মতে নীলধ্বজ হুতাশন জামাতা
(১৫) কহ কহ মুনি এহি বিবরণ কথা ॥৪৮০

---

(১) • যত বীরগণ।
(২) • গাণ্ডীবেত যুড়িল তখন ॥
(৩) অগ্নি • এড়িয়া।
(৪) অগ্নিত বোলএ পার্থ স্তুতি আচরিয়া ॥
(৫) সর্ব্ব ভক্ষ্য দেব তুহ্মি আপনে হুতাশন।
(৬) যত •
(৭) তোমার দীপ্তির হেতু রাজা যুধিষ্ঠির।
(৮) • বীর ॥
[৯] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১০) সংহতি চাহ কেহ্নে আপনা প্রসাদ।
(১১) এমন না কর দেব যজ্ঞ হইবে বাদ ॥
(১২) • জৈমিন মহামুনি।
(১৩) জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় সেই কথা শুনি।
(১৪) কহ কহ মুনিবর কহ সেই কথা।
(১৫) কেন মতে অগ্নি নীলধ্বজে(র) জামাতা ॥

(১) মুনি বোলে শুন রাজা তত্ব বিবরণ।
(২) জেন মতে রাজার জামাতা হুতাশন ॥
(৩) জলা (জনা) নামে নীলধ্বজ রাজার মহিষী।
[৪ উর্ব্বসী যে হোতে তেঞি হয়ন্ত রূপসী ॥
(৫) স্বাহা নামে কন্যা তার জন্মিল উদরে।
[৬ কত কাল বাড়ে কন্যা জনকের ঘরে ॥
(৭) কন্যা যদি হইলেক ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
সে কন্যাত পুছে৮ তবে বহু যত্ন করি ॥৪৮৪
[৯ পৃথিবীর রাজা সব করি একত্তর।
স্বয়ম্বরে ইছহ আপনা যোগ্য বর ॥]৪৮৫
(১০) স্বাহা বোলে না বরিমু মনুষ্য নৃপতি।
(১১) মনুষ্যের হএ জান যমপুরে গতি ॥৪৮৬
[১২ দেব সে বরিব আহ্মি কহিল নিশ্চয়।
বিলম্ব না কর এবে শুন মহাশয় ॥৪৮৭]
(১৩) কন্যার বচনে রাজা হরষিত মন।
কোন দেব অভিলাষ১৪ বোলএ রাজন ॥৪৮৮

---

(১) রাজার বচনে মুনি কহে ইতিহাস।
(২) নীলধ্বজের জামাতা জেন মতে হএ হুতাশ ॥
(৩) • নীলধ্বজের রমণী।
[৪] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৫) স্বাহা নামে হইল কন্যা তাহার নন্দিনী।
[৬] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৭) উপযোগ্য হইল কন্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
(৮) • রাজা জনক নন্দিনী।
[৯] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১০) স্বাহাএ কহিল না বরিব আর পতি।
(১১) মনুষ্যের হইব যমপুরে গতি ॥
[১২] দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৩) কন্যার বচন শুনি •
(১৪) • কহত বচন।

স্বাহাএ বোলে না বরিব আন দেব।
সুরমুনিগণে জার ভয়ে নিতি করে সেব॥
সেই দেব হুতাশন আহ্মি সে বরিব।
সর্ব্বদেব মুখ হেন জাহারে বুলিব॥
কন্থার বচনে ভয় পাএ তাহার জননী।
নহে নহে নিবারন্ত বরবর্ণিনী॥
মহাতেজোময় অগ্নি হএ সর্ব্বভক্ষ।
ত্রিভুবন দহিতে নাহিক অশক্য॥
তার কাছে স্বাহা তুহ্মি কেমনে থাকিবা।
মহাতেজে আলিঙ্গিতে ভস্ম হইবা॥
মাএর বচন শুনি কহে পতিব্রতা।
অন্য বর না বরিব এহি সত্য কথা॥
স্বাহাএ কহিয়া এহি সব কথা।
অন্তপুর এড়ি বনে চলে সুচরিতা॥
মহাকাষ্ঠে যজ্ঞ করিল বিশাল।
নানাবিধি যে করিল তৎকাল॥
হেন কালে অগ্নিদেব ব্রাহ্মণের বেশে।
নৃপতি অগ্রেতে গিয়া করিল প্রবেশে॥
দ্বিজ বোলে বহ্নি আহ্মি বিপ্ররূপ ধর।
এহি বেশে আইল আহ্মি তোহ্মার গোচর॥
এত বুলি রাজাক করিল পরিচয়।
তোহ্মার কন্থা দেয় করি পরিণয়॥
রাজাএ বোলে তুহ্মি যদি হও হুতাশন।
নিজ মূর্ত্তিধর তুহ্মি কেমত লক্ষণ॥
রাজার বচনে অগ্নি হইল নিজ বেশ।
নৃপতির মনে হইল হরিষ বিশেষ॥
রাজাএ বোলে সত্য কর আহ্মার গোচর।
তাবৎ থাকিবা তুহ্মি আমার নগর॥
যেই শত্রু আইসে তাকে করিবা নিধন।
তবে কন্থা বিবাহ দিব প্রতিজ্ঞা বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিল অগ্নিরাজবিদ্যমান।
তবে কন্থা বিহা দিল হইয়া হৃষ্টমন॥
সেই অগ্নির বিবাহেত জতেক আছিল।
গ্রন্থ বহুল হএ তাকে না লেখিল॥
সেই হতে অগ্নি নীলধ্বজের জামাতা।
কহিলাম পূর্ব্বকথা যে আছিল বার্ত্তা॥
এহি যে কারণে অগ্নি পাণ্ডব সৈন্য দহে।
অর্জ্জুনের স্তুতি-বাক্যে শান্ত নাহি রহে॥
অশেষে বিশেষে বীর অর্জ্জুন রুষিল।
বহুবিধ দর্প বাক্য অগ্নিতে বুলিল॥
উপকার না মান অগ্নি হও সর্ব্বভক্ষ
মোর সৈন্য দহ হইয়া নীলধ্বজের পক্ষ॥
আপনা রাখ এবে হও সাবধান।
অহঙ্কার খণ্ডাইমু দিমু অপমান॥
এ বুলিয়া ধনঞ্জয় ক্রোধ করি মন।
বৈষ্ণব অস্ত্র গাণ্ডীবেত জোড়ে ততক্ষণ॥
ভয় পাঞা অগ্নিদেব নিজ মূর্ত্তি ধরে।
কপটে কহএ তবে অর্জ্জুন গোচরে॥
ক্ষম ক্ষম ধনঞ্জয় পরিহর কোপ।
ভুবনে কেবা সহে তোহ্মার আটোপ॥
খাণ্ডব দহনে পূর্ব্বে কৈলা উপকার।
সখা তোর মুই সৈন্য না করিব সংহার॥
রাজা সঙ্গে পূর্ব্বে আহ্মি প্রতিজ্ঞা করিল।
এহি সে কারণে তোহ্মার সৈন্য সংহারিল।
যত সৈন্য তোহ্মার আহ্মি দহিল সমরে।
সর্ব্ব সৈন্য জিয়া উঠিব মোর বরে॥
অগ্নি দিলেক যদি এমত পরসাদ।
ভস্ম যত সৈন্য উঠে করি সিংহনাদ॥
সম্বরিল বৈষ্ণব অস্ত্র বীর ধনঞ্জয়।
অগ্নিএ নৃপতি গিয়া করিল বিনয়॥

অগ্নির বচনে রাজা গেল নিজ ঘরে।
তান পত্নী জ্বলা দেবী ভর্চ্ছিল বিস্তরে ॥
ক্ষাত্রধর্ম্ম এড়ি রাজা শত্রুর বিনয়।
হেন যুক্তি কেহ্নে তোর মনে লয় ॥
পুত্র পৌত্র আছে যত মহা মহারথী।
বন্ধুবর্গ আছে মোর সৈন্য সেনাপতি ॥
যুদ্ধ কর গিয়া রাজা না চিন্তির বাম।
পৃথিবীত লুকাউক অর্জ্জুনের নাম ॥
জ্বলার বচনে রাজা পুনি যুদ্ধে গেলা।
অর্জ্জুনের সঙ্গে গিয়া যুদ্ধ পরিছিলা ॥
মহাক্রুদ্ধ হইল তবে বীর ধনঞ্জয়।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
সকল মারিল সৈন্য প্রতি জনে জন।
তখনে রাজারে চাহে করিতে নিধন ॥
হেন কালে রাত্রি হৈল দিন অবসান।
আশ্রমেত গিয়া রাজা লভিলেক জ্ঞান ॥
জ্বলারে বুলিল দুষ্ট কুবুদ্ধি তোহ্মার।
তোর লাগি সর্ব্বনাশ হইল আহ্মার ॥
পত্নীকে এমত বুলি রাজা নীলধ্বজ।
সেই রাত্রিত চলে সৈন্য করিয়া জে সাজ ॥
যজ্ঞের ঘোটক বস্ত্র উপহার লৈঞা।
সেইত রাত্রিত পার্থে সাক্ষাৎ মিলিল গিয়া ॥
সুন সুন ধনঞ্জয় বোলে নরপতি।
হইনু তোমার বশ্য ক্ষম মহামতি ॥
অর্জ্জুন বোলে যত দোষ খমিল সকল।
ঘোটক রক্ষক হেতু চল মহাবল ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি গেল নরপতি।
জ্বলার সোদর ভাই বীর মহামতি ॥
তার ঠাই গিয়া জ্বলা বলিল বচন।
অর্জ্জুনে মারিল মোর পুত্র পৌত্রগণ ॥
রাজ্য মোর বিধ্বংসিল স্বামী কৈল দাস।
ঘোটক রাখিতে হেতু নিল তার পাশ ॥
জ্বলার বচনে তবে উচ্চকে বোলন্ত।
এথা থাক অপমান না চিন্ত মতিমন্ত।
কালক্রমে অর্জ্জুনেরে করিমু সংহার।
সম্প্রতি উচিত নহে যুদ্ধে যাইবার ॥
ভাইর বচনে জ্বলা কহিল তখন।
সম্প্রতি না জাইবা রণে বোল কি কারণ ॥
মোর বাপের ঘরে তুই কুপুত্র জন্মিলে।
রণ করিবারে তুই শ্রদ্ধা না করিলে ॥
ভগিনীর বাক্যে রাজা বুলিল রুষিয়া।
নিজ নষ্ট কৈলী দুষ্ট কুবুদ্ধি করিয়া ॥
মোরে নাশিবারে আইলা তুহ্মি কুলাঙ্গার।
এথা হতে চলি যাও দেশে আপনার ॥
তথা হতে জ্বলা দেবী হইল বাহির।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল ভাগীরথী তীর ॥
নৌকাত উঠিয়া জ্বলা গঙ্গা হইল পার।
সেই গঙ্গার জল লাগে চরণে তাহার ॥
জ্বলাএ কহিল মোর অভাগ্য বিশেষ।
কি কারণে চলি আইলুম এহি পাপদেশ ॥
গঙ্গাজল পরশন করে পাপমতি।
পরলোক স্বর্গেত তাহার না হএ গতি ॥
জ্বলাএ কহিল যদি এহেন দুষ্ট বাণী।
কহিল তবে নৌকার লোকে তান কণ্ঠ সুনি ॥
গঙ্গাক নিন্দসি পাপী না জানসি ধর্ম্ম।
ইবোল কহিতে সবের বিদরে মর্ম্ম ॥
এ হেন কালে সেই জল হতে অকস্মাৎ।
উঠিয়া গঙ্গা জ্বলাতে পুছে বাত ॥
গঙ্গাএ কহিল জ্বলা কি বাক্য বুলিলা।
কি কারণে জ্বলা তুহ্মি আহ্মাকে নিন্দিলা ॥

জলাএ বোলে শুদ্ধি হয় পতি পাপকারী।
সাত পুত্র মারিলে জে নিজ তনুসারী॥
জেহ এক পুত্র ছিল ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর।
মদন জিনিয়া সেই ধর্ম্মে তৎপর॥
হেন পুত মারিল তোর বীর ধনঞ্জয়।
শিখণ্ডীক আগু করি করিলেক ক্ষয়॥
অপুত্রার গতি নাহি বেদের বচন।
অপুত্রা হইলা গঙ্গা এহি সে কারণ॥
সেই হেতু তোহ্মারে বুলিলু অব্যবহার।
বিচারিয়া চাহ দেবী শাস্ত্রের আচার॥
অর্জ্জুনেরে রোষে গঙ্গা তাহান বচনে।
হাতে জল লইয়া গঙ্গা শাপিল তখনে॥
আজি হতে অষ্টমাস জেই দিনে পুরে।
অর্জ্জুনের পড়োক মুণ্ড পৃথিবী উপরে॥
এহি শাপ দিয়া গঙ্গা গেল নিজ স্থানে।
আনন্দিত জলাদেবী হইলা ততক্ষণে॥
পতিব্রতা ফলে হইলা ভয়ঙ্কর নর।
বভ্রুবাহার রাজ্যে গেল মণিপুরের ভিতর॥
অর্জ্জুনের বধে নীলধ্বজের রমণী।
বাণরূপে গেল গঙ্গার সে বাণী॥
বভ্রুবাহন নৃপতির তূণীরে রহে গিয়া।
জলাএ পার্থের নিধন আরাধিয়া॥
(ইতি নীলধ্বজ যুদ্ধ)।

চণ্ডিকা কর্ত্তৃক অশ্ববন্ধন।

তবে অর্জ্জুনের ঘোড়া উল্কাবে চলন্ত।
রাত্রি দিনে দক্ষিণাপথ সঞ্চরন্ত॥
চলিতে চলিতে ঘোড়া গেল বিন্ধ্যগিরি।
বনে প্রবেশিল ঘোড়া যেমত কেশরী॥
তার পাছে কতদূর হাতে গাণ্ডীব করি।
সর্ব্ব সৈন্য চলিয়াছে ঘোটক অনুসরি॥
তার পাছে নীলধ্বজ রাজা মহাশয়।
কতদূর অন্তরে জে সৈন্য বিজয়॥
বন উপবন মর্দ্দিয়া জে করয়ে সমর।
তরু বন লতা চূর্ণ করিল বিস্তর॥
মহানদী সীমায় সৈন্যের গমনে।
সিংহ গজ মৃগ পশু পড়এ জে বনে॥
বনের দেবতা সব হইল কুতূহল।
তুরগ সহিতে পার্থ মহাবল॥
পর্ব্বত মর্দ্দি তবে আএত বাহিনী।
ধ্বজ পতাকা উড়ে স্বন্‌স্বনি॥
উচ্চরিত শব্দ হয় সৈন্যের গমনে।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে ঘোড়া গেল ততক্ষণে॥
সম্মুখে দেখিল ঘোড়া শিলা এক খণ্ড।
যোজন প্রমাণ গুহা বড়ই প্রচণ্ড॥
সেই শিলাত ঘোড়া লাগিল জাইবার।
ত্বরমানে উঠে গিয়া তাহার উপর॥
তবে সেই রক্ষিগণে দেখিতে আছন্ত।
অর্জ্জুনের ঘোড়াত বেলীলায় ধরন্ত॥
বড় রূপ হইল ঘোড়া স্থির কলেবর।
নিকটে দেখিয়া চাহে রক্ষক সকল॥
হাতএ গাণ্ডীব পার্থ আইসে বিদ্যমান।
সৈন্য সেনা সহিতে মিলিল সেই স্থান॥
নারীরূপ এক শিলা দেখিলা গোচর।
জড় হইল অশ্ববর তাহার উপর॥
পরম বিস্ময় হইল ধনঞ্জয় মনে।
কি হইল বুলিতে লাগিল সর্ব্বজনে॥
ছাড় ছাড় ঘোড়া মোর বোলে ধনঞ্জয়।
কেবা ধরিয়াছে ঘোড়া দেয় পরিচয়॥

বাগে কাটিয়া ঘোড়া করিমু জে চুর।
কোন জনে মায়া কর জাইবা যমপুর॥
বীরদর্প করন্তি জে অর্জ্জুন মহাশয়ে।
মারিতে অহঙ্কার করে রুক্মিণীতনয়ে॥
কেবা পরিচয় দিব প্রাণহীন শিলা।
অনেক যতন করি পরিচয় না পাইলা॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে আছে যত সৈন্যগণ।
শিলার উপরে প্রহার করে ততক্ষণ॥
মারিল চাবুক বাড়ি যত রক্ষিগণ।
তরু লতা লইয়া মারন্তি সেইক্ষণ॥
মুষ্টিএ মারেন্ত কেহ জানুএ প্রহারন্ত।
তথাপিহ তিলমাত্র শিলা না চলন্ত॥
না ছাড়িল অশ্ব শিলা আছে সেই কাএ।
মনে মনে যত সৈন্য চিন্তিল উপায়॥
ক্ষণেক বিলম্বে তবে পার্থ মহামতি।
সেই সৈন্য নিয়োজিয়া জাএ শীঘ্রগতি॥
কতদূর প্রকাশিয়া চাহে চরগণ।
হেন কর্ম্ম কহেন আছে কোন জন॥
অর্জ্জুন আদেশে চর জাএ চারি পাশ।
শিলার কারণ যত জানিবার আশ॥
কতদূর গিয়া চর দেখেন্ত বিদিত।
মহাতপস্বীর তবে আশ্রম সন্নিহিত॥
শাল্মলিতরু বিশাল বিমল নত।
বিকসিত হইয়া তাতে আছে গন্ধ যত॥
নির্ম্মল তীর্থের জল সুরমা বিকাশ।
তাহার আমোদ গন্ধে পূরিল আকাশ॥
মহামুনি মহাসত্য আশ্রম জানিয়া।
ত্বরমানে পার্থবীরের চরণে কহে গিয়া॥
সুরমা মুনির কথা আশ্রম সকল।
তা শুনিয়া আইল তবে হইয়া কুতুহল॥
কোন জন সঙ্গে যাইব মনেত চিন্তয়।
ব্যগ্রতাএ আগে গেল বীর ধনঞ্জয়॥
তার পাছে যৌবনাশ্ব রাজা বলবন্ত।
কন্তে সংহতি বীর সংহতি চলন্ত॥
চতুর্থে সাত্যকি তবে প্রদ্যুম্ন কুমার।
এহি পঞ্চজন জায় মুনি দেখিবার॥
বসিয়াছে মহামুনি বিষ্টর আসনে।
উপাসনা করেন্ত বেড়িয়া শিষ্যগণে॥
সাম ঋকি যজু অথর্ব্ব চারিবেদ।
শিষ্য পড়ায়ন্ত মুনি কহিয়া জে ভেদ॥
হেন কালে তথা গেল বীর ধনঞ্জয়।
প্রণাম করিয়া দিল নিজ পরিচয়॥
পাণ্ডুর তনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।
তাহান সহোদর মুই ধনঞ্জয় বীর॥
সুনিআছ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথন।
আন্ধি সবে জত সৈন্য করি নিধন॥
অধর্ম্মের ভয়ে অশ্বমেধ করিবার।
ব্রতস্থ হইতে মন হইল রাজার॥
যজ্ঞ অশ্ব রক্ষিবারে মোকে নিয়োজিল।
সম্মুখে আসিয়া কেনে মায়া উপজিল॥
এহি শিলা গোসাঞি আশ্রম নিকট।
এথাতে আসিয়া ঘোড়া পড়িল সঙ্কট॥
এহার কারণ মুনি কহ মোর স্থানে।
কি কর্ম্ম করিমু এবে কহ সন্নিধানে॥
এহেন কথা সুনি মুনি মহাশয়।
অট্ট অট্ট তবে হাসিলেক অতিশয়॥
মুনিএ জানএ যুধিষ্ঠির নরপতি।
ধর্ম্ম অবতার তান ধর্ম্মমতি॥
গোত্রবধ পাতক এড়াইবার তরে।
তোর ভাই যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ করে॥

অশ্বমেধ সংপ্রেক কর্ত্তা নারায়ণ।
তার সঙ্গে সদাএ থাকে দৈবকীনন্দন॥
জন্মাবধি তপ করি না পারি দেখিতে।
হেন প্রভু থাকএ সদাএ তোহ্মার বিদিতে॥
তাঁহাকে ছাড়িয়া তুহ্মি ঘোড়া রাখিবার।
এতদুর আইলা অশ্বমেধ করিবার॥
চিন্তামণি ছাড়ি তুহ্মি কাচমণি চাহাস।
কল্পতরু পরিহরি শিমুলিত বাস॥
জ্ঞান মূঢ় তুহ্মি সব মূর্খ সকল।
পাট সিংহাসন সব তোহ্মার বিফল।
মুনির বচন সুনি বোলে ধনঞ্জয়।
যে কথা কহিলা সব মনে লয় মহাশয়॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিলাম যখন।
পাপে মোর সর্ব্ব শরীর জড়িল তখন॥
তবে কৃষ্ণে মোতে কহিল এহি বিবরণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে হইব পাপ বিনাশন॥
তাহান বচন সুনি মুনি মহামতি।
প্রবোধ বচন তবে বুলিলা ভারতী॥
জ্ঞাতিবধ কহিলা জে না চিন্তিয় ভয়।
সকল আশার এহি জানি সুনিশ্চয়॥
কেবা কারে মারে কেবা কারে রাখে।
কাহার ভক্ষ কেবা কেবা কাহারে ভক্ষে॥
সর্ব্ববিষ্ণুময় জান জগত সংসার।
আপনারে আপনে করয়ে সংহার॥
কেহ স্বর্গ কেহ করয়ে নরক ভোগ।
সকল বিষ্ণুর মায়া জানহ সংযোগ॥
অনিত্য সংসার জ্ঞান নিত্য জনার্দ্দন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তুহ্মি সকল কারণ॥
মায়াএ করএ সকল ভ্রমণ।
পাপপুণ্য জার সঙ্গে জীয়ন মরণ॥

তাএ না জানিয়া তোর অতি ভ্রম হইল।
তেকারণে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিল॥
তোহ্মাকে প্রভুএ জে সব করিল আদেশ।
তান আজ্ঞা লঙ্ঘিলে ফল নাহি করি শেষ॥
কর গিয়া যজ্ঞ তুহ্মি সংসার আচার।
প্রভুরে ভাবহ তুহ্মি সংসারের সার॥
ত্রিভুবনে জত দেখ তাহান যে মায়া।
সকল সংসার জান তাহান যে ছায়া॥
যজ্ঞ করি প্রভু করে সমর্পিয় ধর্ম্ম।
কহিলাম ধনঞ্জয় এহি সব মর্ম্ম॥
মুনির বচন সুনি পাণ্ডুর নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া করে চরণ বন্দন॥
তোহ্মার প্রসাদে মোর ভ্রম খণ্ডাইল।
পূর্ব্বে জে কহিছিল সকল স্মরিল॥
চণ্ডিকা পূর্ব্বেত নাম এহান আছিল।
মুনির শাপে তেঞি শিলাময়ী হইল॥
ভৃগুবংশে উদ্ভব কন্যা সৌষম্ম তনয়।
উদ্দালক মুনিএ করিল পরিণয়॥
বিবাহের কালেত তাকে বুলিল বচন।
স্বামীর বচন ধর সাবধান মন॥
শিশুর চরিত্র চণ্ডী বলিলা তখন।
স্বামীর বচন না রাখিব কদাচন॥
যৌবন হইল তার হইল জ্ঞানবতী।
তবে তানে আজ্ঞা কইল মুনি মহামতি॥
কহে তভু আন আন মুনি মহামানী।
কমণ্ডু আছাড়িয়া কহে কথা সুনি॥
সুনি বোলে চণ্ডিকা আইস মোর পাশ।
চণ্ডী গেল বাহিরে হইয়া হুতাশ॥
না সুনে স্বামীর বাক্য করে বিপরীত।
মুনি মহাশয়ে হইল পরম বিস্মিত॥

কদাচিত তীর্থযাত্রা করিবার তরে।
মিলি কৌতুকে মুনি তাহার জে পুরে॥
আসন দিয়া তাহানে অতিথি করিল।
কৌণ্ডিন্য মুনি তাহানে পুছিল॥
কি কারণে অতিক্লেশ তোক কলেবর।
পরম চিন্তিত হইল মুনি মহাবল॥
কৌণ্ডিন্য বচন সুনি উদ্দালক মুনি।
চণ্ডিকার বচন সব কহিলেক গুণী॥
সুনিয়া কৌণ্ডিন্য মুনি কহে উপদেশ।
সুন কহি মুনিবর আহ্মার আদেশ॥
তবে সে সঙ্গের হেতু হইব তোহ্মার।
বিপরীত বাক্য তুহ্মি বোলহ তাহার॥
তিথি জপতপ হইল ভক্তি করিবারে।
কোন জনা চিন্ত তুহ্মি করিতে ব্যবহারে॥
এহি কথা কহিয়া চলিল কৌণ্ডিন্য মুনি।
স্নান করি এইমাত্র আইল আপনি॥
উদ্দালকে সেই কর্ম্ম লাগে করিবার।
জপতপ করে মুনি বেদের আচার॥
চণ্ডীত তবে মুনি কহিল বচন।
না কর অতিথি সেবা সুন কারণ॥
কৌণ্ডিন্য মুনি সুনি আসিবেক এথা।
না করিব অতিথি জাউক যথা তথা॥
ঘরের বাহির কর যত উপহার।
অপবিত্র স্থান যথা কহিও আহ্মার॥
না করিয় শুদ্ধি কর্ম্ম জানহ নিশ্চিত।
শুদ্ধি কএ না করিমু কহিল নিশ্চিত॥
মন্দ বস্তু যত চণ্ডি আনহ গোচর।
ভাল বস্তু আছে যত পালায় সত্বর॥
স্বামীর বচন চণ্ডী করি অন্যথা।
সামগ্রী করিয়া বস্তু আনি লএ তথা॥
উত্তম বস্তু জে আনি জে দিল।
জত আছিল মন্দ বস্তু সব বিসর্জ্জিল॥
কৌণ্ডিন্য হেতু উপহার করিল বিস্তর।
সর ঘৃত মধু যতেক আর॥
মুনির মনেত তবে আনন্দিত হইল।
নানা উপকার তরে চণ্ডিকা আনিল॥
শুদ্ধি করিল মুনি কৌতুক নিকট।
ভূষ সজ্জ মুনি তবে আনিল প্রকট॥
ভোজন করিল কৌণ্ডিন্য মহামতি।
আনন্দে চলিয়া গেল যথাএ বসতি॥
আনন্দে উদ্দালক ভ্রমিলেক মন।
তাহা সুনি মুনিবর বুলিলা বচন॥
চণ্ডীরে আদেশ সুনি করি কুতূহলে।
পিণ্ডদান কর গিয়া গঙ্গাজলে॥
চণ্ডীএ করিল তান কথা বিপরীত।
পিণ্ড নিয়া পেলাইল নরক ভূমিত॥
তবে সেই মুনি হইল মহাক্রোধ।
শিলা হও শাপ দিল ছাড়ি উপরোধ॥
শাপের মুক্তি তরে উদ্দালকে দিল।
অর্জ্জুনে আসিয়া যদি তোহ্মারে পরশিল॥
অর্জ্জুনের পরশে তোর হইব মুকতি।
শিলা তেজিয়া হইবা উৎপত্তি॥
কহিল শিলার কথা সুন ধনঞ্জয়।
এহি শিলায় রাখিয়াছে তোহ্মার জে হয়॥
আপনার হাতে পরশন করিয়া।
মুক্ত করিলেও ঘোড়া উদ্ধারিয়া॥
সৌভরি মুনিএ যদি এসব কহিল।
তবে ধনঞ্জয় বীর প্রণাম করিল॥
পাঞ্চজন্য সঙ্গে তবে করিল সন্নিধান।
কুতূহলে ধনঞ্জয় আইল ত্বরমান॥

আপনার হাতে শিলা পরশিল জবে।
সেই শিলা মর্দ্দিয়া কন্যা মুক্ত হইল তবে॥
শিলারূপ ছাড়ি হৈল পূর্ব্ব কলেবর।
অর্জ্জুনের পরসে নিজ তনু পাইল সত্বর॥
স্বতন্ত্র হইল তবে পাণ্ডবের হয়।
এহি মতে সঞ্চরে তথা অতিশয়॥
জত সৈন্য আনন্দিত হইল কুতুহল।
আনন্দে সকলে করিল বোল॥
নানান বাদ্য বাজে ধনুত টঙ্কার।
কুতূহলে ডাকন্ত সৈন্য পরিবার॥
রথের নিনাদ আর ঘোড়ার ইঙ্গিত।
চলিলেক সৈন্য তবে হয়ে হরষিত॥
শব্দ হৈল সেই স্থানে জায় বহুদূর।
কাহার বচন কেহ না সুনে প্রচুর॥
পুনি দক্ষিণাপথে সৈন্য অশ্ব সঞ্চরে।
তার পাছে চলিলেক সৈন্য পরিবারে॥
পর্ব্বত জিনিয়া তবে জাএ সব গজ।
নানান বিচিত্র দেখি পতাকা যে ধ্বজ॥
বিজয়পাণ্ডবসৈন্য যেন পদ্মদল।
অর্জ্জুনের সৈন্য তথা অচল সচল॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
পিবন্ত ভকত জনে দুই কর্ণভরি॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
কর্ণসম দাতা ছুটি খান মহাশয়॥
তাহার আদেশ মান্য মাথে আরোপিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে পঞ্চালি রচিয়া॥

হংসধ্বজসহ যুদ্ধ।

সঞ্চরিত দক্ষিণাপথ অনুক্রম।
চম্পাবতী নগরেত গেল তুরঙ্গম॥
হৃষ্টপুষ্ট কলেবর সব পুণ্যবন্ত।
ঘরে যজ্ঞ হয় প্রজা পালন্ত॥
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত ধর্ম্মপরায়ণে।
রাত্রি দিনে ভাবন্ত গোবিন্দ চরণে॥
পরম বৈষ্ণব রাজা হংসধ্বজ নাম।
মহাপুণ্যবন্ত রাজা ধর্ম্মে অনুপাম॥
দূতে গিয়া রাজাতে কহিল বিবরণ।
যজ্ঞ অশ্ব এড়ি দিল পাণ্ডুর নন্দন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর যৌবনাশ্ব সঙ্গে।
তোহ্মার নগরে আইল অতি মনোরঙ্গে॥
সুনিয়া আনন্দে হংসধ্বজ নরপতি।
পাত্র মিত্র আনিয়া কহিল মহামতি॥
মধ্যম পাণ্ডব ধনঞ্জয় তার নাম।
বড় ধনুর্দ্ধর সুনি গুণগ্রাম॥
হেনই জন যদি করিএ ভক্তি।
তবে কৃষ্ণ তুষ্ট হৈব পূজনে মুক্তি॥
কৃষ্ণ মহাশয় জিনি করন্ত সমর।
দ্রোণ কর্ণ সংহরিল মহা ধনুর্দ্ধর॥
অথবা সৈন্য সাজিয়া ঘোড়া কাড়ি লইমু।
বিষম সমর করি অর্জ্জুন জিনিমু॥
বৃদ্ধ হইল রাজা পীড়িত কলেবর।
না দেখিনু হরি মুঞি নয়নগোচর॥
উপায় মিলিল ভাল কৃষ্ণ দেখিবার।
মন্ত্রি সনে এহি যুক্তি করিলেক সার॥
রথে হংসধ্বজ রাজা সবল বাহনে।
অর্জ্জুনের ঘোড়া কাটি আনিবা রণে॥
আদেশিল নৃপবর সুন সেনাপতি।
দুন্দুভি বাজাও গিয়া অতি শীঘ্রগতি॥
সর্ব্বজন আসিতে বোল অর্জ্জুনের রণে।
বিলম্ব করএ যে ভজিম তখনে॥

শঙ্খ লিখিত নামে দুই পুরোহিত।
সর্ব্ব ধর্ম্মে বিশারদ কার্য্যেত প্রতিষ্ঠিত ॥
তুহ্মি দুই জনে সুন প্রতিজ্ঞা বচন।
সহোদর হয় কিবা হএ পুত্রগণ ॥
জেই জন শীঘ্র আসি না মিলএ রণে।
তাহারে ভাজি মারিয় তৎক্ষণে ॥
তামার কুণ্ডতে তিল তৈল পূর্ণ করি।
সিদ্ধ কর গিয়া তুহ্মি মোর বাক্য ধরি ॥
এহি রূপে আদেশিল দুই পুরোহিত।
নিঃসরিল নরপতি যুদ্ধেত ত্বরিত ॥
দুন্দুভি দ্বারেত কটা চড়াইল শুনিয়া।
সকল বিষণ্ণ মনে আইল চলিয়া ॥
সকল সেনাপতি মুখ্য মুখ্য বল।
মিলিল রাজার দ্বারে করিতে সমর ॥
সহস্র সপ্ততি লক্ষ সহস্র প্রধান।
সিন্ধুজাত ঘোটক চলে অতি বলবান ॥
লক্ষ লক্ষ পদাতি চলে হইয়া অগ্রগণ্য।

*　　　*　　　*　　　*

সুমন্ত মন্ত্রী চলে সৈন্যের প্রধান।
আইল সব যুদ্ধ হেতু রাজ বিদ্যমান ॥
রাজার সোদর জত আসিয়া মিলন্ত।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুবরাজ অতিবলবন্ত ॥
চন্দ্রসেন চন্দ্রকেতু আর চন্দ্রদেব।
ন্যায়বৃত্তি ধর্ম্মবৃত্তি আর দৈত্যদেব ॥
অতি সুকুমার তার ধর্ম্মবার্ত্তা নাম।
মিলিল সোদর জত করিতে সংগ্রাম ॥
নৃপতির পুত্র সব অতি মহাবল।
সুদর্শন সুরথ সুবেগ সুবল ॥
নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র যে সুধন্বা সুমতি।
যুবরাজ সৈন্য মধ্যে হএ মহারথী ॥

তিল মাত্র না মিলি আছে রাজার দ্বার।
মিলিয়াছে যত সৈন্য পরিবার ॥
অর্জ্জুনের অশ্ব রাজা আপনে ধরিল
কুতূহল চিত্তে নিজ সৈন্যেত আনিল ॥
পদ্মব্যূহ করে রাজা সমরের আস।
সাবধানে আছে হংসধ্বজ মহারাজ ॥
এথাত সুধন্বা যুদ্ধে আসিবার তরে।
প্রণাম করিল গিয়া মাএর গোচরে ॥
মাএ বোলে চল পুত্র যুদ্ধ সন্নিবেশ।
মহারণ জিন গিয়া রাজার আদেশ ॥
অর্জ্জুনের রণে আজি সংশয় অপার।
গোবিন্দ আসিব তবে রক্ষা করিবার ॥
নররূপ কৃষ্ণ দেখিবা গোচর।
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বর ॥
কৃষ্ণ দেখিয়া বাপু রণে বিমুখ না হইবা।
আপনার ক্ষত্রি ধর্ম্ম যতনে পালিবা ॥
সমরে জিনিয়া তুহ্মি দৈবকীনন্দন।
আনিবা এথাথ পুত্র আপনা ভবন ॥
তান চরণ বন্দিব সহ পরিবার।
সাধিব সকল ধর্ম্ম মুক্তি লভিবার ॥
মাএর বচনে পুত্র করে অঙ্গীকর।
সাধিব সকল ধর্ম্ম মুক্তি লভিবার ॥
জিনিমু অর্জ্জুন যুদ্ধে নাহিক সংশয়।
তবে যদি আইসে এথা কৃষ্ণ মহাশয় ॥
না হইমু বিমুখ মাও করিমু সাহস।
জয় পরাজয় মাও দৈবের জে বশ ॥
মাএ বোলে দেহপাত যদি হএ রণে।
বিমুখ না হইবা তুহ্মি দেখিয়া জনার্দ্দনে ॥
কুবলা সংজ্ঞক তোর জ্যেষ্ঠ সহোদরা।
পতিব্রতা গুণবন্তী রূপেত অপ্সরা ॥

সুধন্বার কর্ণেত রক্ত দিলেক আনিয়া।
ভগিনীএ কার্য্য করে ভাই সম্বোধিয়া ॥
মোর দেশের জয়ত সকলে হাসিব।
তুহ্মি যদি ভাই পুনি রণে দিব ॥
মোকে হাস্য করিবেক সেই সবে মিলি।
সেই বাক্যে ফুটিবেক হৃদয়েত শালী ॥
ভগিনীর কথা শুনি হাসিতে হাসিতে।
চলিলেক সুধন্বা বীর হাসিতে হাসিতে ॥
ক্ষত্রি-ধর্ম্ম অনুসারি কৃষ্ণ সনে রণ।
বিমুখ না হইব আহ্মি শুন কদাচন ॥
এ বুলিয়া সুধন্বা চলিল যুবরাজ।
গুরুগণ প্রণমিয়া করিল নিজ সাজ ॥
এহি মতে মহাবীর পুরীর মাঝারে গিয়া।
বুলিলেক প্রভাবতী পত্নী সম্বোধিয়া ॥
বাপের আদেশে তবে যাইতে সমর।
জিনিতে প্রথম রণে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
তাহাকে রাখিতে আসিব চক্রপাণি।
তাহাকে জিনিব আহ্মি নিজ বীর্য্য জানি ॥
অনুমতি দেয় প্রিয়া করএ মঙ্গল।
প্রথম রণে জিনি পার্থ মহাবল ॥
নানান প্রকারে তবে বোলে প্রভাবতী।
সমরে ত না জাইও মোর প্রাণপতি ॥
ঋতুকাল হইল মোর করিলু নিশ্চয়।
ষোড়শ দিবস কহিলু নির্ণয় ॥
বীরের তনয় আহ্মি ধরিব উদরে।
হইবার বর মোকে দিছে মুনিবরে ॥
এ সব শুনিয়া যদি তুহ্মি যাও রণে।
লঙ্ঘন করিবা তবে মুনির বচনে ॥
বংশ না রহিব তবে সংসার ভিতরে।
নিষেক করহ মোহোর উদরে ॥

তবে চলি যাও তুহ্মি দিব অনুমতি।
এ কথা কহিল যদি দেবী প্রভাবতী ॥
সুধন্বা কুমার তবে বুলিলা বচন।
তুহ্মি ঋতুমতী হইলা জানিল এখন ॥
ষোড়শ দিবস যদি আজি জাএ বহি।
বিদাএ গুণবতী এথা এথা করহি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সহিতে জিনিয়া মহারণে।
বাপ মাও বন্দিয়া আসিব ততক্ষণে ॥
তবে আসিয়া তোর পুত্র নিষেকিব।
দিবসে ত কথঞ্চিৎ হো ঋতু না পেক্ষিব ॥
বেদাচার নিন্দা হএ পাপ হএ অতি।
বিশেষ আদর করি বোলন্ত নৃপতি ॥
বিলম্ব হইল তৈল কটাতে ক্ষেপন্ত।
সম্প্রতি প্রভাবতি! কর ঋতু কর শান্ত ॥
প্রভাবতী বোলে প্রভু না বোল উচিত।
যুদ্ধবেশে বেদাচার করিব যথোচিত ॥
কাল গেলে আচারে নাহিক প্রয়োজন।
জেবা বোল তথা পুনি করিতে গমন ॥
এবোল না হয়ে প্রভু বলিল নিশ্চয়ে।
ত্রিভুবন বিদিত জান বীর ধনঞ্জয়ে ॥
যাহার সারথি জান দেবকীনন্দন।
তাহাক জিনিব হেন আছে কোন্ জন ॥
নির্বত্তি আসিবে ঘরে না বুঝিএ গতি।
আহ্মার উদরে তবে না হইব সন্ততি ॥
যেবা বোল তৈল-কটাহে হইব নিধন।
নিশ্চয় কহিল গোঁসাই অবশ্য মরণ ॥
রণেত মরণ কিবা তৈলেত নিপাতে।
পুনি আগমন নাহি কহিলু তোহ্মাতে ॥
অর্জ্জুনের সনে রণ জিবা আপনার।
গোবিন্দ আসিব তবে রক্ষা করিবার ॥

নররূপী কৃষ্ণ দেখিবা নয়নের গোচর।
তোহ্মার প্রসাদ মাগো চলহ সত্বর ॥
নিমেষক কর প্রভু বিবেচনা কর।

*   *   *   *

অনাদর নাহি কর মুনির বচন।
সংসারের ধর্ম্ম রাখ শুন মহাজন ॥
এ বলিয়া প্রভাবতা অতি গুণবতী।
আলিঙ্গন দিয়া প্রেম কৈল অতি॥
এতেক বোলন্ত দেবী পতিব্রতা।
মোকে পরাজিয়া প্রভু জাইতে পার কোথা ॥
এ বোল বুলিল যদি দেবী প্রভাবতী।
সুধন্বা কুমার তবে ভ্রমাইল মতি ॥
কবচ কিরীট ছাড়ে আর অঙ্গত্রাণ।
স্নান ভোজন করি চলিলেক যুদ্ধের কারণ ॥
এথা হংসধ্বজ রাজা রহিছে বাহিরে।
ঘোড়া ধরি আনিলেক সাজিয়া সব বীরে ॥
আপনার সৈন্য পদব্যূহ আচরিয়া।
রহিয়াছে অর্জ্জুনের যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষিয়া ॥
সর্ব্ববীর নিঃসরন্ত আপনে নরপতি।
না দেখন্ত রণে সুধন্বা নর মহামতি ॥
ক্রোধ করি কহে রাজা শুন রে কিঙ্কর।
স্বরমাণে চলি যাও সুধন্বার ঘর ॥
মোর বাক্য লঙ্ঘিলেক পাপমতি।
কেশে ধরি তাকে আন শীঘ্রগতি ॥
তৈলকটাহে নিয়া বিসর্জ্জ তাহাক।
চলব কিঙ্কর সব রাখ মোর বাক্য ॥
রাজার আদেশে চলে যতেক কিঙ্কর।
পথেত মিলিল তবে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর ॥
রথে চড়ি আইসে যুঝিবার রণে।
পথেত দর্শন হইল দুক সনে ॥

ভয়ে কম্পবান বীর কিঙ্কর সহিত।
রাজার সাক্ষাত বীর হইল উপস্থিত ॥
রাজাএ বোলে পাপিষ্ট কুপুত্র জন্মিলি।
কিবা হেতু তুহ্মি মোর বাক্য লঙ্ঘিলি ॥
অধর্ম্ম করিতে পাপ হএত বিস্তর।
না থাক না থাক পাপী মোহার গোচর ॥
ভয়ে কম্পবান হইয়া কহিলেক বাক্য।
বিলম্ব হইছে তৈল কটাহে ফেলাইবেক ॥
তোর পুত্রবধু ঋতুস্নান আচরিল।
ষোড়শ দিবস আসি উপস্থিত হৈল ॥
ঋতু অপেক্ষণ হেতু হইছে পাপ।
এ কারণে বিলম্ব হইছে মোর বাপ ॥
রাজাএ বোলে আরে দূত চলহ সত্বর।
পুরোহিত শঙ্খ আন মোহোর গোচর ॥
বোল গিয়া সুধন্বাএ আদেশ লঙ্ঘিল।
পত্নীর আদেশে তবে ভবনে রহিল ॥
কি করিতে যোগ্য তার বোল ব্যবহার।
দুইজনে কহিবেন শাস্ত্রের বিচার ॥
রাজার বচনে দূত গেল ততক্ষণ ॥
কহিল তাহাত গিয়া যত বিবরণ।
শঙ্খ লিখিত নামে দুই পুরোহিত ॥
শুনিয়া দূতের কথা হইল মূর্চ্ছিত।
দূত সম্বোধিয়া তবে কপট বোলন্ত ॥
এতদিন চম্পাবতী হইলেক অস্ত।
জে রাজা এ আপনা প্রতিজ্ঞা পালন্ত ॥
তার রাজ্যে শস্য হয় দুর্ভিক্ষ হয় অস্ত।
প্রতিজ্ঞা পালিল পূর্ব্ব হরিশ্চন্দ্র রাজা ॥
রাজাদান করিলেক লইয়া সব প্রজা।
পুত্র পরিকর মুনিতে অর্পিল ॥
শুনি আছি রব সকল কহিল।

সূর্য্যবংশেত আছিল রাজা দশরথ ॥
ত্রিভুবনে বিদিত পুত্র রাম মহাসত্য।
রাম নামে প্রাণ তুল্য তনয় তাহার ॥
বনে পাঠাইল রাজা সত্য পালিবার।
দেখ হংসধ্বজ রাজা সত্য না পালিল ॥
পুত্রের গৌরব ধরি সত্য পালিল।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভার ভিতর ॥
তৈলের কটাহে নিয়া বিসর্জ্জে কোঙর।
পুত্রের বেদনা করি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন্ত।
হৃদয় কোমল হইয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসন্ত ॥
আজ্ঞাহীন নৃপতির দেশে না রহিব।
এ সব বলিয়া আছে বিষ্ণু সদাশিব ॥
তেকারণে আহ্মি তার রাজ্যপরি।
চলিলাম তপোবনে রাজ্যের বাসনা ছাড়ি ॥
এ বলিয়া পুরোহিত চলিল সত্বর।
চরে গিয়া কহিলেন্ত রাজার গোচর ॥
দূতের বচন শুনিয়া নরনাথ।
সুমন্ত্র মন্ত্রীরে কহেন সাক্ষাৎ ॥
আমার বচন পাল মন্ত্রীর প্রধান।
সত্বর চলিয়া জাও পুত্র বিদ্যমান ॥
দুষ্ট পুত্র সুধন্বাকে কেশেত ধরিয়া।
তৈলকটাহে তুহ্মি বিসর্জ্জএ নিয়া ॥
আহ্মি জাইয়া আনিতে পারি পুরোহিত।
এ বলিয়া নরপতি চলিল ত্বরিত ॥
সুমন্ত্র মন্ত্রী গেল কুমার নিকট।
নৃপতির যতেক বচন প্রকট ॥
তোমাকে দেখিয়া বীর দয়া লাগে চিতে।
নৃপতির আদেশ হইল তৈলে বিসর্জ্জিতে ॥
কি করিব কি বলিব রাজার আদেশ।
শুনিয়া সুধন্বা তবে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

কৃষ্ণ বিষ্ণু গোবিন্দ মাধব দামোদর।
শরণ লইলুম প্রভু শুন চক্রধর ॥
অর্জ্জুনের আপদত রহিলা বারে বার।
মুহ্মোকে প্রসন্ন হএ করহ উদ্ধার ॥
উদ্ধার করুণাসিন্ধো করহ করুণা।
অপমৃত্যু কারণে পান বড় যন্ত্রণা ॥
এবার উদ্ধার কর প্রভু চক্রধর।
অর্জ্জুনের সঙ্গে আজি করিমু সমর ॥
একারণে তোহ্মার লইমু শরণ।
প্রসন্ন হও মোরে প্রভু নারায়ণ ॥
যাদব মাধব হরি স্মরে পুনি পুনি।
সেবকবৎসল তুহ্মি সর্ব্বশাস্ত্রে জানি ॥
কটাহে পড়িয়া বীর হইল বলবন্ত।
গোবিন্দ প্রসাদে তৈল শীতল হইলেন্ত।
আকাশ সম তৈল উথলে বিশাল।
কাষ্ঠ রাশি রাশি অগ্নিএ দহএ বহুল ॥
চাহিতে নয়ন ফুলে তপ্ত বড় তৈল।
গোবিন্দপ্রসাদে জে শীতল বড় হইল ॥
পরম শীতল লাগে তার কলেবর।
দীর্ঘ দৃষ্টি আলোকন্ত সব বীরবর ॥
হেন কালে হংসধ্বজ বীর মহামতি।
পুরোহিত কহিল শান্তাইয়া মহাভক্তি ॥
পুত্র তৈলে বিসর্জ্জিল দেখিবার হেতু।
তৈলের নিকটে আইল হংসধ্বজকেতু ॥
জলে জেন বিকশিত কমল সুললিত।
কুমারের মুখ শোভে কটাহে পতিত ॥
ভ্রমর সমান তার নয়ন পুতলি।
শঙ্খ পুরোহিতে কহে হৃদয়ে আকলি ॥
শুন শুন নরপতি উষ্ণ নহে তৈল।
সুধন্বা তৈলেত পড়ি কিসের না মইল ॥

তৈল নিবারণমন্ত্র জানএ কুমার।
নতুবা ঔষধ জানে কহিলাম সার॥
শিশু নারিকেল আনি দেয় দূতগণ।
তৈলেত ফেলতৈক দেখৌক সর্ব্বজন॥
তবে শঙ্খ পুরোহিতের বচনে কিঙ্কর।
নারিকেল ফেলিলেক তৈলের ভিতর॥
মহাতপ্ত শব্দ তৈলে উঠে ঘট ঘটি।
শঙ্খের ললাটে পড়ে নারিকেল ফুটি॥
তবে শঙ্খে কহে তৈল মন্ত্রে না নিবারিল।
মহৌষধি দিতে রক্ষকে না দেখিল॥
না বুঝি কোন হেতু না দহে কুমার।
রক্ষিগণ জিজ্ঞাসন্ত শঙ্খ আরবার॥
কহ আরে দূতগণ এহিত সময়।
কি বলিল কুমারে কহত নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ দেবকীনন্দন।
মোরে রক্ষা কর দেব শ্রীমধুসূদন॥
এহি দেখ ওষ্ঠাধর এখনে চলন্ত।
মনে মনে যুবরাজ মাধব ভাবন্ত॥
এ বুলিয়া পুরোহিত গমন সত্বর।
সাধু সাধু বলিলেন্ত নৃপতিগোচর॥
জ্বলন্ত অনলে শঙ্খ পুরোহিত।
লাঁফ দিয়া পড়ে তবে কুমার সন্নিহিত॥
সুধন্বাকে আলিঙ্গিয়া বলিলা বচন।
ক্ষম ক্ষম অপরাধ নৃপতিনন্দন॥
পরম বৈষ্ণব তুহ্মি জানিল সকল।
তৈল হন্তে উঠ কুমার মহাবল॥
তোর অঙ্গ সঙ্গে মোর তৈল অনলে।
না দহিলু দেহ মোর আছিল শীতলে॥
তোহ্মার জন্ম ধন্য ধন্য নৃপকুল।
উঠ উঠ সুধন্বা আনন্দ বহুল॥
পুরোহিতবচন শুনিয়া মহাবীর।
শঙ্খ কোলে করিয়া উঠিয়া হইয়া স্থির॥
প্রেমভাবে রাজা আলিঙ্গিল তাহাক।
নৃপতি সুধন্বারে বুলিলেক বাক্য॥
তুহ্মি পুত্রে পুত্র আহ্মি পৃথিবীত।
গোবিন্দ ভাবিয়া পুত্রত বিনা দহিত॥
মোর মনোরথ সিদ্ধি এখনে করহ।
বিমানেত আরোহিয়া আপনে চলহ॥
যাহার সনে যুদ্ধ কৈল দেব শূলপাণি।
খাণ্ডবেত করিল ইন্দ্রে তেজোহানি॥
যাহার সারথি হএ প্রভু গদাধর।
ভীষ্মকে সংহারিল যেই ধনুর্দ্ধর॥
হেন ধনঞ্জয় বীর রণে পরাজিয়া।
এহি যশঃ ক্ষিতিতলে রাখহ লভিয়া॥
গোবিন্দ দেখাও মোরে দেখোম নয়নে।
সাফল হইল তুহ্মি কুলের নন্দনে॥
অর্জ্জুনের পরাজয় না পারে দেখিতে।
অবশ্য আসিব কৃষ্ণ তাহাকে রাখিতে॥
বাপের বচনে পুত্র করে অঙ্গীকার।
রথ্যেত চড়িয়া ধর টঙ্কার॥
রথ্যেত চড়িয়া চারি পাশে সৈন্য।
যুবরাজ সুধন্বা হইল অগ্রগণ্য॥
হেন কালে ধনঞ্জয় শুনিল ভারতী।
ঘোটক ধরিল হংসধ্বজ নরপতি॥
যত সৈন্যব্যূহ হৈল দেখিল গোচর।
চারি পাশে আছে যত ধনুর্দ্ধর॥
সৈন্যের গমনে হইল শরীর হিন্দোল।
ধূলি হইল যত সমুদ্রের জল॥
কুরুক্ষেত্র সমরেত যেমত না দেখিল।
এহি দেখ সৈন্যব্যূহ করিয়া রহিল॥

ঘোড়া উদ্ধারিয়া আজি করিব সমর।
এক রথী না পারিব তাক জিনিবার॥
সবে মিলি করিবেক তাহার সংহার।

* * * *

তুহ্মি আর অনিরুদ্ধ অতি বলবান্।
যৌবনাশ্বে নৃপতি হইব পাছে তান॥
অশ্বসাএ রাজা আর যত সব বীর।
তাহার পাছে সাত্যকি রণে বড় স্থির॥
বৃষকেতু বীর আর সুবেগকুমার।
নীলধ্বজ নৃপতি অহ্মি জামাতা যার॥
সকলের প্রধান তুহ্মি রণে বড় স্থির।
কৃষ্ণের তনয় তুহ্মি তাহান শরীর॥
তোর অগ্রত আহ্মি যত ধনুর্দ্ধর।
আহ্মি আর যুক্ত বীর তোমার অনুচর।
আহ্মাকে আদেশ হউক সমরে যাইতে।
তুহ্মি যত এথা থাক সৈন্যে অপেক্ষিত॥
তাহার বচন শুনি প্রদ্যুম্নকুমার।
না বোল অর্জ্জুন তুহ্মি এমত ব্যবহার॥
এমত বচন তুহ্মি না বোল ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু তুহ্মি মহাশয়॥
তাহান সমান তোহ্মার বল বিক্রম।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তোহ্মার যে সম॥
হংসধ্বজ জিনিবেক কোন তারে শ্রম।
কার শক্তি সহিতে পারে তোহ্মার বিক্রম॥
আহ্মি সব থাকিতে তুমি কেন যে যাইব।
এথাতে থাকিয়া আমারার সমাচার লইব॥
তীক্ষ্ণ বাণে সৈন্য তার মারিমু সমরে।
হংসধ্বজ জিনিবেক কহিল নির্ভয়ে॥
সুধন্বা সুরথ তার জিনিব কুমার।
সেনাপতি সুমন্ত্র তার করিব সংহার॥
আর যত সৈন্য আইসে এই রণস্থল।
বাণে নিবারিমু যেন পাকাতাল ফল॥
মোর বাহুদর্প দেখ ধনঞ্জয়।
এক রথে জিনিবেক নাহিক সংশয়॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া বীরদাপ।
বহুল কহিল তবে অর্জ্জুনে তারে চাপ॥
তা শুনিয়া বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
সবিস্তর বুলিল বিনয় বচন॥
অল্প সৈন্য লোল হএ হংসধ্বজ ক্ষীণবল।
তার রণে তোহ্মার নাহিক কোন ফল॥
তুহ্মি দুই মহাবীর অতুল বিক্রম।
সংগ্রামে জিনিতে তোহ্মারে নাহি কোন জন
রণ নাহি হইতে কহ এ সব কথা।
প্রবৃত্ত না হইতে কহ সনির্ভয় বার্ত্তা॥
মহাবল নির্দ্দেশ হউক সমরে যাইতে।
মোর শক্তি পারোম তাহাকে পরাজিতে॥
জিনিমু সমরে হংসধ্বজ নরপতি।
আনিমু যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি॥
মোর বাহুবল দেখ দুই মহাশয়।
এ বুলিয়া বৃষকেতু রণেত চলয়॥
অর্জ্জুন প্রদ্যুম্ন দুই নমস্কার করি।
চলিলেক কর্ণপুত্র সমরকেশরী॥
অর্জ্জুনে নিষেধ করে না শুনে বচন।
সমর করিতে জাএ কর্ণের নন্দন॥
বাঘ হেন মহারথ চলএ সত্বর।
রাজারে পাঠাইমু আজি যমের গোচর॥
সারথিএ রথের ঘোড়া চাবুক লৈয়া।
রথ চালাইয়া দিল ব্যূহ ভেদ গিয়া॥
ধনু টঙ্কারিয়া করএ সিংহনাদ।
এক রথে চলিলেন্ত না গণে প্রমাদ॥

তাহাক দেখিয়া সুধন্বা যুবরাজ।
আপনা সৈন্তেত তবে বুলিলেক কাজ॥
সুধন্বা বাহিল শঙ্খ অতি মহামতি।
মহানাদ শঙ্খ বাহে করিয়া শকতি॥
বাণবরিষণ দেখি বোলে ধনঞ্জয়।
বৃষকেতু বীর তবে সমরে নির্ভয়॥
তার সনে যুদ্ধ করিবার পারে অতি।

* * * *

মহানাদ শঙ্খবাহএ করি পারে।
মোর সৈন্য মর্দ্দিবার কেবা শক্তি ধরে॥
তবে রথের সম্মুখে চালাও মোর রথ।
তাহাকে জিনিলে পাইব মহত্ব॥
কুমারেয় বচনে রথ চালাএ সারথি।
সুধন্বা পূরিল শঙ্খ যুঝিবার মতি॥
দুই রথ সম্মুখে রহিল দুই বীর।
অহঙ্কারে নাদ করে শুনিতে গভীর॥
কাক না গণয়ে কেহ ধনুর টঙ্কারে।
অন্যে অন্যে নিরীক্ষন্ত যুদ্ধ করিবারে॥
সুধন্বাএ ডাকিয়া বোলে শুনহো জে বীর।
রণেত সাহস তুহ্মি হও বড় স্থির॥
কিবা নাম তোহ্মার কাহার তনয়।
প্রথম আহ্মারে দেয় পরিচয়॥
সুধন্বা এমন যদি বুলিল উত্তর।
বৃষকেতু বোলে তবে বচন নির্ভর॥
এহি দেখ দিনমণি গগনে উদয়।
কর্ণ নামে উপজিল তাহার তনয়॥
কর্ণ যেমন বীর শুনিছ বারতা।
মহাদাতা হেন করি লোকে কহে কথা॥
তাহার তনয় আহ্মি বৃষকেতু নাম।
কাশ্যপকুলেত জন্ম গুরু মোর রাম॥
এহিমত পরিচয় পাইয়া ততক্ষণ।
সুধন্বা কুমারে তবে বুলিলা বচন॥
তোর বাপ বড় বীর শুনিছি বারতা॥
ক্ষিতিতলে নাহি তার সম দাতা॥
মোর পরিচয় তবে শুন রে কুমার।
হংসধ্বজ সুত সুধন্বা নাম আহ্মার॥
আপনা বাখান কর না শুনি শ্রবণে।
আপনা পৌরুষ কইলে নরকে গমনে॥
তোর পিতামহে বাণে কৈল অন্ধকার।
এড় চাহি বাণ বল বুঝি যে তোহ্মার॥
বৃষকেতু বোলে মুই করিলু বংশগুণ।
মোর বাণের গুণ তবে পুনি কহি শুন॥
বাণে পণ কইলু এই তোমার রুধির।
তবে সে জানিবা রণে হুয়মু কোন বীর॥
সহ এবে বাণ মোর হও সাবধান।
হেন বুলি বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥
সুধন্বার সৈন্যে করে বাণবরিষণ।
শরতচন্দ্র যেন সঞ্চরে গগন॥
আকাশ হতে বাণ পড়ে ঘন ঘন।
অতি শীঘ্র বাণ জান কৈল কর্ণের নন্দন॥
বাণবৃষ্টি করে যত সৈন্য আচ্ছাদিল।
মহামহা রথী সব বাণে সংহারিল॥
অশ্ব সব কাটিলেক আর রথধ্বজ।
মহামহা রথী কাটে আর মত্তগজ॥
চূর্ণবং করিল সৈন্য যত ছিল হয়।
বাণে বিনাশিল বীর কর্ণের তনয়॥
পুনি সৈন্য আচ্ছাদিল বাণ বরিষণে।
সুধন্বার চারি ঘোড়া কাটিল তৎক্ষণে॥
সারথির মুণ্ড কাটে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
সুধন্বার সৈন্য আবরিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে॥

সর্ব্বলোকে প্রশংসন্ত বোলে ধন্য ধন্য।

* * *

পুনি রোষে সমরেত কর্ণের কুমার।
রথ কাটি খণ্ড খণ্ড কৈল সুধন্বার॥
সৈন্য সবের মুণ্ড কাটি পাড়িল বিস্তর।
দুই বাণে সুধন্বার বিন্ধে বক্ষঃস্থল॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রথ করিল খান খান।
লজ্জা পাইয়া সুধন্বা হইল ম্রিয়মাণ॥
সুধন্বাএ পাইল লাজ হইল বিরথী।
গজ পড়ে সৈন্য পড়ে পড়ে সেনাপতি॥
প্রথম সমরে বীর উপজিল লাজ।
অগ্নিতুল্য রোষয়ে যুবরাজ॥
আর রথ আরোহিয়া সমরকেশরী।
টঙ্কারে ধনুগুর্ণ কর্ণসম করি॥
প্রলয়ের কালেত যেন গরজে জলদ।
অল্প প্রাণী জনে শুনি পুত্র নিঃশবদ॥
বীরদর্পকে হংসধ্বজের নন্দন।
চারি বাণে সান্ধিলেক অতিক্রোধমন॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া লইলেক পরাণ।
এক বাণে সারথিকে করিল নির্ম্মূল॥
পঞ্চবাণে রথ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
তৃণ সম কাটি পাড়ে হাতের কোদণ্ড॥
গাএর কবচ কাটি তিল পরমাণ।
হৃদয়ে গাড়িল বীর মহাতীক্ষ্ণ বাণ॥
সুমূর্চ্ছিত বৃষকেতু ভূমিত পড়িল।
সুধন্বাএ সিংহনাদ বহুল করিল॥
সুধন্বার সিংহনাদে চৈতন্য লভিয়া।
পুনি উঠে বৃষকেতু আস্ফালন করিয়া॥
সুধন্বার সৈন্য আসি চার।
মারমার কাট্‌কাট্‌ বোলন্ত বারবার॥

সংজ্ঞা পাইয়া দেখে বীর বিরথী আপনে।
অস্ত্র নাহি হাতে বেড়ে শত্রুগণে॥
এক খণ্ড ধনু পাই সমরভূমিত।
গুণ চড়াইয়া বাণ জুড়িল ত্বরিত॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়ে মহাবীর।
তাহার সম্মুখে রণে কেহ নহে স্থির॥
চারি পাশে বেড়ি সৈন্যে করে শরজাল।
সুন্দর শরীরে বাণ ফুটিল বিশাল॥
মহামহা রথী সবে সহিতে না পারে বাণ।
মনে মনে জপে বীর কৃষ্ণের নন্দন॥
কর্ণের পুত্র বীর সমরে হারিল।
আর মহাসৈন্য আসি তাহাকে বেড়িল॥
গদা পরিঘ আর যদি আচরএ।
মহামহাবীর সব সমরে পড়ন্ত॥
সুধন্বার হৃদে গাড়িল তীক্ষ্ণ বাণ।
বৃষকেতু বীর তবে কর্ণের সমান॥
সৈন্যের অবস্থা দেখি সুধন্বা কুমার।
পুনি সমরেত রোষে অগ্নি অবতার॥
বৃষকেতুর হৃদয়ে পঞ্চ বাণ।
গাড়িলেক গুণ টানি শ্রবণ সমান॥
সেই ঘাএ বৃষকেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।
ধ্বজছত্র সনে রথী শীঘ্র লড়ে॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া সারথি চতুর।
রথ বাহুড়াইয়া আনি গেল বহুদূর॥
সুধন্বার তনু ভেদে অতি তীক্ষ্ণ শরে।

এক বাণে সারথির মাথা কাটিলেন্ত।
একবিংশ খণ্ড করি ঘোড়া ছেদিলেন্ত॥
শরে খণ্ড করি রথ কাটি বিসর্জ্জিল।
হাতের ধনুক কাটি খণ্ড খণ্ড কৈল॥

কৃষ্ণের নন্দন বীর কাম অবতার।
কর্ণ সম টানি গুণ করিল টঙ্কার॥
শরবৃষ্টি করে বীর দুই মহাবল।
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে মন কুতূহল॥
হাতের ধনুক কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
কৃষ্ণের নন্দন বীর রুষিল যে হেন প্রচণ্ড॥
কর্ণ সম টানি গুণ করিল টঙ্কার।
শরবৃষ্টি করে যেন অগ্নি অবতার॥
দুই জনে বাণ এড়ে মন কুতূহলে।
হাতের ধনুক কাটিয়া খান খান করে॥
সারথির মুণ্ড কাটে বিষম সন্ধান।
তবে সুধন্বাএ হাতে লইল দিব্য দিব্য বাণ॥
সিংহনাদ করি বীর অতি ভয়ঙ্কর।
হৃদয়েত গাড়িল তার তীক্ষ্ণশর॥
বিরথিয়া যুদ্ধে দুই মহাবল।
ন্যায় অন্যায় যুদ্ধ করে কুতূহল॥
ক্ষেণে যুদ্ধে দুই বীর পৃথিবী উপর।
ক্ষেণে যুদ্ধে আকাশেত দুই ধনুর্দ্ধর॥
কতক্ষণ যুদ্ধ করি দুই মহাশয়।
তবেত বুলিল সুধন্বা বীরে অতিশয়॥
মহা তীক্ষ্ণ বাণ তবে হৃদয়ে মারিল।
সেই বাণ খাইয়া কাম মূর্চ্ছিত হইল॥
প্রদ্যুম্ন মোহিত দেখি সুধন্বা এমতি।
আর রথে আরোহিল অতি শীঘ্রগতি॥
হাতে ধনু লইয়া চলে সমর মাঝার।
অর্জ্জুনের সৈন্য যত করিল সংহার॥
কৃতবর্ম্মা বীরেরে ভেদিল নববাণে।
কৃতবর্ম্মাএ তিন বাণে কাটেন ত্বরমাণে॥
সুধন্বার বাণ কাটিয়া মহামতি।
পঞ্চবাণ হৃদয়েত মারে শীঘ্রগতি॥

সেই বাণ সুধন্বাএ সহিল তাহার।
পুনি নববাণ মারে করিয়া টঙ্কার॥
তাহাকে বিরথ করে হংসধ্বজ এত।
তাহার সহিতে যুদ্ধ আছিল বহুত॥
সারথি কাটিয়া তবে করিল বিরথী।
রণে ভঙ্গ দিয়া যায় যত সেনাপতি॥
সুধন্বার রণে কেহ নাহি হয় স্থির।
তা দেখিয়া রুষিলেক অনুশাল্ববীর॥
নিজ সৈন্য সঙ্গে করি রথ আরোহিয়া।
সুধন্বার সম্মুখে বোলএ ডাক দিয়া॥
গালাগালি বহুল করিল দুই বীর।
যুঝএ দুই বীর নির্ভয় শরীর॥
তবে অনুশাল্ব বীর করি বীরদাপ।
ধনুতে চড়াইয়া গুণ করিল প্রতাপ॥
অনল সদৃশ তবে মহা তীক্ষ্ণ বাণ।
এড়িলেক গুণ টান দিয়া অগ্নির সমান॥
সেই বাণ কাটিতে তবে নৃপতিনন্দন।
নবীন শাণিত বাণ জোড়ে ততক্ষণ॥
কাটিবার না পারিল হৃদয়ে পড়িল।
সেই ঘাএ সুধন্বার মূর্চ্ছাবান্ হইল॥
তবে অনুশাল্ববীর সিংহনাদ করে।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে তার বাহিনী সংহারে॥
মূর্চ্ছা পরিহরি উঠিল যুবরাজ।
আপনে বিরথী দেখি পাইল বড় লাজ॥
দিব্য ধনু হাতেত করিয়া মহাবল।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে হইয়া বিকল॥
অনুশাল্ব হৃদয় মারিল পঞ্চবাণ।
ভূমিত পড়িল বীর হইয়া মূর্চ্ছাবান্॥
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন পড়িল কেশরী।
সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল মহাক্রোধ করি॥

অর্জ্জুনের সৈন্য মারে নাহি পরিমাণ।
রথী সমে রথ কাটি কৈল খান খান॥
অশ্বগজ সমে রথ কাটিল সমরে।
মহাবীর সমে গজ বাহিনী সংহারে॥
সৈন্যের বিগতি দেখি সাত্যকি কুপিল।
তাহাকে মারিতে তবে বাণ নিক্ষেপিল॥
সেই বাণ সহিয়া বীর না কম্পিল।
অতিক্রোধে পঞ্চবাণ হৃদয়ে মারিল॥
শিনির নন্দন বীর মহা যে ধানুকী।
পঞ্চশত বাণ মারে আসিয়া সাত্যকি॥
একবাণে কাটি পাড়ে তান ধ্বজ রথ।
চক্রসমে সারথি কাটিল মহাসত্ব॥
সুধন্বাএ বিরথি করিল সাত্যকিক॥
তথাপিহ সাত্যকি কুপিল অধিক॥
দুইজনে পুনি রথ করি আরোহণ।
তুমুল করিল যুদ্ধ দুই মহাজন॥
আকাশ ছাইল দুই মহাবীরের বাণে।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজনে॥
অন্যোহন্যে বিন্ধিলেক দুইর কলেবর।
বসন্তে পুষ্পিত যেন দেখিতে সুন্দর॥
তবে হংসধ্বজ সুত নৃপতি নন্দন।
মহাশক্তি হাতে লইল ততক্ষণ॥
যত শক্তি আছে দিয়া হুহুঙ্কার।
ক্ষেপিলেক শক্তি সাত্যকি মারিবার॥
চর্ম্মবর্ম্ম ভেদি তান মর্ম্মেতে লাগিল।
সেই ঘাএ মূর্চ্ছিত সাত্যকি পড়িল॥
হাহা করি সৈন্য ধায়ন্ত চারিধার।
সিংহনাদ করি বীর নৃপতি কুমার॥
মুখ্য মুখ্য রথীগণ হারিয়া গেল রণে।
জয় না লভিয়া না ছাড়িল পাণ্ডবের গণে॥

কার কথা কেহ না শুনন্ত রণ মাঝ।
ধায়ন্ত সকল সৈন্য পাইয়া বড় লাজ॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখিয়া ধনঞ্জয়।
আপনে আইল রণে ক্রোধ অতিশয়॥
সৈন্য আশ্বাসিয়া রথে করি আরোহণ।
ত্রিপুর মথিতে যেন চলিল ত্রিনয়ন॥
দেবদত্ত শঙ্খ নাম ভুবন বিদিত।
পূরিতে লাগিলা তবে সমরে পণ্ডিত॥
শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সকল হইল শান্ত।
আপনে অর্জ্জুন আইল হেন জানিলেন্ত॥
যুদ্ধ চাহিতে তবে যত দেবগণ।
বিমানে চড়িয়া সব আইল ততক্ষণ॥
শঙ্খ বাহে পার্থ বীর ধনু টঙ্কারিয়া।
থাক থাক সুধন্বা বলিল ডাক দিয়া॥
মোর যত সৈন্য তুহ্মি মারিলা সমরে।
আপনে দেখিমু মুঞি নয়ন গোচরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সমে করিমু যে রণ।
যেবা অহঙ্কার কর তুহ্মি মহাজন॥
কালকেয় সংহারিমু নিজ বাহুবলে।
রুদ্রদেব সনে যুদ্ধ করিমু কুতুহলে॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ করি সকলি জিনিল।
মহামহা রথী সব সকলি জিনিল।
সাধু সাধু বীর তুহ্মি জানিমু সকল।
মোর সমে যুদ্ধ কর শুন মহাবল॥
দুই জনের কথা শুনি সুধন্বা কুমার॥
বলিলেক শুন পার্থ বচন আহ্মার॥
যত যত যুদ্ধ করিছ পূর্ব্বকালে।
সমরে জিনিছ তুহ্মি যত মহীপালে॥
সারথি আছিল তোর আপনে কৃষ্ণ দেব।
মূর্ত্তিমন্ত নারায়ণ ত্রিভুবন সেব॥

সকল সৃষ্টির সার ধর্ম্ম মতিমন্ত।
লীলায় ধরিছে ক্ষিতি মূর্ত্তি এ অনন্ত॥
জানিলাম সকল প্রভাব তাহার।
আপনাকে মারে আপনা করএ সংহার॥
অতিশয় দেখি তোর রথের সারথি।
তে কারণে তোর আজি বিস্ময় হইল অতি
সকল দেখিব আজি তোহ্মার সংহার।
সহায় হইয়া যদি আইসে গদাধর॥
তথাপিহ না পারিব রাখিতে সমর।

* * * *

তোকে সংহারিব আজি শুন ধনঞ্জয়।
মোর বাপ হংসধ্বজ রাজা মহাশয়॥
করিবেক অশ্বমেধ যজ্ঞ উৎসব।
তোর এহি ঘোড়া লইয়া শুন রে পাণ্ডব॥
সুধন্বার কথা শুনি ক্রোধ অতিশয়।
একশত বাণ জোড়ে বীর ধনঞ্জয়॥
মারিবাবে সুধন্বাকে এড়িলেক বাণ।
সুধন্বাএ বাণ কাটি কৈল খান খান॥
অর্দ্ধপথে বাণ তার শতছেদ করি।
হৃদয়ে মারিলে বাণ দৃঢ় মুষ্টি করি।
সেই বাণ কাটিলেক পার্থের কলেবর।
না পায় বেদনা তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনে বাণ জোড়ে করিয়া সন্ধান।
সুধন্বার বাণ কাটে তিল পরিমাণ॥
পুনি পুনি হাসন্ত সুধন্বা মহাবীর।
বাণ বরিষয়ে জেন জলদে মহাবীর॥
বাণে অন্ধকার তবে বহুল করিল বহুল।
রণে ক্রোধ হইল পার্থ মহাবল॥
যুড়িলেক অগ্নিবাণ অতি দীপ্যমান।
যুগান্তে বরিষে যেন কালান্ত সমান॥
সুধন্বা বীরের তবে দহে সৈন্যগণ।
অনল উঠিল যেন গগনে তপন॥
সুধন্বাএ দেখয়ে আপনে বিদ্যমান।
তার সৈন্য অগ্নিএ দহএ বিদ্যমান।
পাণ্ডবের বাহিনী করয়ে সিংহনাদ।
হংসধ্বজ সৈন্য ধাএ ভাবিয়া প্রমাদ॥
বরুণ অস্ত্র তবে জুড়িল নৃপতি নন্দন।
তন্ত্রে মন্ত্রে বরুণ অস্ত্র করে আরোপণ॥
আকাশেতে হইল বাণ মহাচয়।
ধারা রূপে জল বৃষ্টি করিল অতিশয়॥
অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ হইল উপশম।
পাণ্ডবের সৈন্য হইল শিথিল বিক্রম॥
মহাবৃষ্টি আরম্ভিল পাণ্ডবের বলে।
শীতে জর্জ্জরিত হইল সৈন্য কলেবরে॥
না চলে ঘোটক গতি গজের হৈল ভয়।
বায়ু অস্ত্র লইল তবে বীর ধনঞ্জয়॥
মহাবায়ু হইল তবে সমরের মাঝ।
মেঘ খণ্ড খণ্ড কৈল পাণ্ডব সমাজ॥
হরিয়া সকল বৃষ্টি উপযুক্ত হইল।
পূর্ব্বে জেমত ক্ষিতি তেমত পুনি হইল॥
সুধন্বার সৈন্য ছত্রাকার হইল বাণ বেগে।
ধ্বজছত্র কাটি পাড়এ অতি রাগে॥
খণ্ড করিল বায়ু অতি বলবান।
রণে স্থির না হয় কেহ যায় নানা স্থান॥
হেনকালে হংসধ্বজ নৃপতি নন্দন।
এড়িলেক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ততক্ষণ॥
অলক্ষিতে কাটিল কেহ না দেখিল।
ধনঞ্জয়ের হাতের গাণ্ডীব তখনে কাটিল॥
গুণ সমে ধনু কাটি পাড়িল ভূমিত।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল পৃথিবীত॥

অর্জ্জুনেরে এমত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
বড় কর্ম্ম করিলেক সুধন্বা কুমারে॥
অর্জ্জুনের পরাজয় করি অতিশয়।
উপহাস করে হংসধ্বজের তনয়॥
কোথা গেল পার্থ তোর এত অহঙ্কার।
দুর্ব্বল সারথি লইয়া আইস রণ করিবার॥
সর্ব্বদিন তোম্মার সারথি গদাধর।
তাঁহাকে স্মরণ কর পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
আপনে আইসএ যদি গরুড়-বাহন।
তথাপিও না পারিব করিতে রক্ষণ॥
সুধন্বার বীরদর্প শুনি অতিশয়।
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় বীর মহাশয়॥
সিংহে যেন দেখিয়া আইল মত্ত গজ।
ক্রোধে গাণ্ডীব ধরে হনুমন্তধ্বজ॥
অক্ষয়কবচ ধনু টঙ্কারিয়া বামকরে।
বাণ বৃষ্টি করে তবে সৈন্যের উপরে॥
সেবকবৎসল হরি দৈবকীনন্দন।
ভক্তজন প্রতি সদয় থাকে মন॥
হস্তিনাপুরিত থাকি জানিলা আপন।
অর্জ্জুনের সারথি পড়িলা ততক্ষণ॥
কাহাতে না কহিয়া কথা বলে জে বসতি।
চম্পকাবতীত আইলা দেব যদুপতি॥
অর্জ্জুনের কাছে আসি রথের উপর।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি ডাকে গদাধর॥
যুদ্ধে মন দিয়া আছে ধনঞ্জয় বীর।
না শুনে কৃষ্ণের বাক্য যুঝয়ে গভীর॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি ডাকয়ে বহুতর।
সারথি হইনু তোর অবধান কর॥
উলটিয়া চাহে তবে বীর ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণক দেখিয়া হইল প্রসন্ন হৃদয়॥
নমস্কার করে তান চরণে পড়িয়া।
যুদ্ধসজ্জা অর্জ্জুনের হাতেত দিল নিয়া॥
আপনে জগৎপতি রথের সারথি।
কি কহিব অর্জ্জুনের রথের গতি॥
বিদ্যুৎ সঞ্চরে রথ চলয়ে ত্বরমাণ।
আরম্ভিল পার্থে তবে করিতে সন্ধান॥
সুধন্বাএ কৃষ্ণ দেখি হইল আনন্দিত।
মনে মনে প্রণমিয়া বুলিল ত্বরিত॥
দেখিনু গদাধর তোম্মারি চরণে।
সফল হইল মোর প্রতিজ্ঞা বচনে।
বাপের সাক্ষাৎ মুই প্রতিজ্ঞা করিলু॥
অর্জ্জুনের রণে মুই তোম্মারে আনিলু॥
জনকের মনোরথ হইল সফল।
মোর দেশে আইলা প্রভু সেবকবৎসল॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম অনুসারি বোলে বীরদাপ।
শুনিয়াছি তোম্মা দুই পাণ্ডুর প্রতাপ॥
যে শক্তিএ ইন্দ্র হতে গোয়াল রাখিলা।
যাহার কারণে গোবর্দ্ধন উপাড়িলা॥
সেই শক্তি দেখাও আম্মার বিদিত।
ধনঞ্জয় রক্ষা কর সাবধান চিত॥
সবলে সাজি আছ দেব দামোদর।
অর্জ্জুনের পক্ষ হইলা কমললোচন॥
যতশক্তি আছে তোম্মার না কর কপট
রাখ দেখি ধনঞ্জয় পড়িছে সঙ্কট॥
কৃষ্ণক এহেন বুলি পার্থক বোলন্ত।
তুম্মি পার্থ মহাবীর জগতে বোলন্ত॥
তোহোর প্রতিজ্ঞা পার্থ সঞ্চরে ত্রিভুবন।
সারথি হইল আসি দেব জনার্দ্দন॥
প্রতিজ্ঞা করহ এবে দেখি কুতূহল।
মোর রণে কি কর্ম্ম করিবে মহাবল॥

সুধন্বার বাক্যে বোলে ধনঞ্জয় বীর।
তিনবাণ মারিয়া কাটিমু তোর শির॥
তিনবাণে যদি তোরে না পারি ছেদিতে।
তবে মোর পূর্ব্ব পুরুষ সমুদিতে॥
পুণ্যক্ষয় হইয়া তবে নরকে পড়ন্ত।
কল্পসম বর্ষবর্গ নরকে থাকন্ত॥
সত্য সত্য এহি আহ্মি প্রতিজ্ঞা করিল।
আপনা রক্ষা কর তোহ্মাকে জানাইল॥
তুহ্মি বা মোরে রণে করিবা কি কর্ম্ম।
প্রতিজ্ঞা উদ্দেশিয়া বোল সেই ধর্ম্ম॥
সুধন্বাএ বোলে এহি কৃষ্ণের গোচর।
যে তিন বাণ এড় মোহোর অন্তর॥
সেই বাণ ছেদিবেক নাহিক বিরোধ।
প্রতিজ্ঞা বচন শুন ধনঞ্জয় যোধ॥
এহি তিন বাণ যদি নাহি কাটো তোর।
যুগে যুগে নরকেত বাস হএ মোর॥
এহি বাক্য বুলিয়া সুধন্বা মহাবীর।
একশত বাণে বিন্ধে কৃষ্ণের শরীর॥
তাহান হৃদয়ে গাঢ়ে একশত বাণ।
অর্জ্জুনের রথ বিন্ধিল ত্বরমাণ॥
বাণ বেগে অর্জ্জুনের রথ ভ্রমাইল।
শক্তি করি কৃষ্ণ রাখিতে নারিল॥
রথ অশ্ব সনে ভ্রমে কৃষ্ণ মহাসত্ত্ব।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমে অব্যাহত॥
একলক্ষ প্রহরের পথে গিয়া রথ নামিল।
আর দশবাণ পার্থের হৃদয়ে গাঢ়িল॥
তবে কৃষ্ণে অর্জ্জুনেত বোলন্ত বচন।
দেখ দেখ অর্জ্জুন বিষম হইল রণ॥
দুই পাও দিয়া রথ না পারি রাখিতে।
একলক্ষ প্রহরের পথ নামরে ত্বরিতে॥
মহাবীর্য্যশালী এহি সুধন্বা কুমার।
এক পতিব্রতা যার মাএর আচার॥
সর্ব্বজন পুণ্যবন্ত যজ্ঞ হোমশীল।
হংসধ্বজ রাজা দেখ বৈষ্ণব শরীর॥
তাহাকে জিনিব হেন নাহিক ত্রিভুবনয়ে।
ব্যর্থ সে প্রতিজ্ঞা কৈলা বীর ধনঞ্জয়ে॥
তিনবাণে সংহারিতে তাহাকে সংশয়॥
অকারণে প্রতিজ্ঞা করিলা ধনঞ্জয়॥
মন্ত্রণা না করি বোল প্রতিজ্ঞা বচন।
পরম সঙ্কট আসি মিলিল এখন॥
জয়দ্রথ বধে পূর্ব্বে না কৈলা মন্ত্রণা।
প্রতিজ্ঞা করি পাইলা পরম যন্ত্রণা॥
আহ্মারে সহিতে না করিয়া পরামিশ।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইয়া না চাহে অমৃত বিষ॥
অসাধ্য কর্ম্মেতে তুহ্মি প্রতিজ্ঞা করিলা॥
তিন বাণে না পারিবা সঙ্কট করিলা॥
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
তোহ্মার প্রসাদে কিছু নাহিক সংশয়॥
যদি বা তোহ্মার এথা না হইত গমন।
তবে সে সংশয় মোর হইত নিধন॥
অনায়াসে সংহারিব নাহিক সংশয়।
তোহ্মার প্রসাদে কিছু নাহিক বিস্ময়॥
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুনের এহি বাক্য জান।
শরবৃষ্টি সুধন্বাএ করে ত্বরমাণ॥
না চাহ নূতন গুণ শরজাল করে।
আকাশ গমনে বাণে অর্জ্জুন আবরে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাৎ তবে কহে পুনি পুনি।
তুহ্মি মহাবীর হেন ত্রিভুবনে জানি॥
পরম বান্ধব তোহ্মার বীর ধনঞ্জয়।
মোর বাণে যাইব আজি যমের আলয়।

যত শক্তি থাকে দেখি রক্ষা কর তাক॥
আপনে সারথি তুহ্মি হইছ তাহাক॥
সুধন্বার বাক্য শুনি বীর ধনঞ্জয়।
হাতেত গাণ্ডীব ধনু লইল মহাশয়॥
গাণ্ডীবেত ধনঞ্জয় গুণ দিলেন্ত।
অতি ক্রোধে তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করেন্ত॥
ধনুকে যুড়িল বাণ যেন যমতুল।
বাণবৃষ্টি করিলেক বিষম অতুল॥
বাণ দেখিয়া বিপক্ষ পাইল অবসাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য মিলি করে সিংহনাদ॥
অর্জ্জুনে এমত বাণ যথনে যুড়িল।
তবে প্রভু নারায়ণে ধর্ম্ম উদ্দেশিল॥
গোবর্দ্ধন ধরি গোধন রক্ষণ।
যত পুণ্য করি আছিএ উপার্জ্জন॥
সেই পুণ্য সব আহ্মি দিল পার্থবীর।
জয়লাভ সুধন্বার কাট গিয়া শিরঃ॥
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া দেবগণে।
সাধু সাধু প্রশংসা করএ সর্ব্বজনে॥
যবে তবে হরি যত পুণ্য করে।
তেন ধনঞ্জয় ধন্য পৃথিবী ভিতরে॥
এহি বাণে সুধন্বা যদি না পারি ছেদিতে।
যত্তেক সুকৃত মুই করিছু নিশ্চিতে॥
কদাচিৎ লভে যদি সে সকল ফল।
দেখ দেখ পার্থবীর মোর পুণ্যবল॥
এ বোল বুলিতে পার্থ এড়ে তীক্ষ্ণ বাণ।
না কম্পিল সুধন্বা আছিল স্থিরমাণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে সুকৃত আড়াইয়া।
অর্দ্ধপথে আসিতে বাণ ফেলাইল ছেদিয়া॥
অর্জ্জুনের বাণ কাটি কৈল দুই খান।
সিংহনাদ করে বীর বিষম সন্ধান॥
যত দেবগণে সুধন্বাএ প্রশংসন্ত।
বিস্মিত খেচরগণে তাকে নিরীক্ষন্ত॥
সেই বাণ হইল ব্যর্থ দেখি ধনঞ্জয়।
লইল দ্বিতীয় বাণ ক্রোধ অতিশয়॥
সূর্য্যের অনল যেন জ্বলএ গগনে।
তেমত জ্বলয়ে বাণ পার্থ শরাসনে॥
দশদিশ প্রকাশ করে বাণে তেজ ধরে।
সপ্তদ্বীপ সপ্তপাতাল গ্রাসিবারে পারে॥
কৃপণের ধন যেন রাখিয়া আছন্ত।
সেইরূপে ধনঞ্জয় বাণ গ্রাসিলেন্ত॥
ক্রোধ হইয়া ধনঞ্জয় বাণ জুড়িল।
তবে তাকে নারায়ণে নিজ ধর্ম্ম দিল॥
ভৃগুপতি রূপে মুই জিনিলু ক্ষিতিতল।
কাশ্যপকে দান করি পাইমু যত ফল॥
সেই পুণ্যফলে পার্থর হৌক জয়।
সুধন্বার মাথা কাটৌক নিশ্চয়॥
সুধন্বাএ বুলিল এহি বচন শুনিয়া।
জানিলুম যে নারায়ণ তোহ্মার যে হিয়া॥
সেবক বৎসল এহি দৈবকীনন্দন।
অর্জ্জুনের তবে পুণ্য দিলা যে আপন॥
ধন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর তোহ্মার সেবা কৈল।
জন্মান্তরে কৃত পুণ্য সকল তারে দিল॥
মোর প্রতিজ্ঞা এহি শুন ধনঞ্জয়।
এই বাণ তোর কাটিব নিশ্চয়॥
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের তনয় পতনে।
যত পাপ হএ ব্রহ্মস্ব হরণে॥
সেই পাপ যদি না কাটো তোর বাণ।
অর্দ্ধ পথে আসিতে করিমু দুই খান॥
অন্যোন্যে দুই বীরে প্রতিজ্ঞা করিল।
আকর্ণ পূরিয়া সে বাণ পার্থে এড়িল॥

বাণের অনল তেজ উঠিল আকাশে।
যত দেবগণে তবে পাইল তরাসে ॥
সুধন্বাএ এড়িল অতি তীক্ষ্ণবাণ।
পার্থের দ্বিতীয় বাণ কৈল দুইখান ॥
দুইখান হইয়া বাণ ভূমিতলে পড়ে।
যতেক পর্ব্বত আর সমুদ্র যে নড়ে ॥
যে বাসুকিএ ক্ষিতি ধরিয়া আছন্ত।
তার ফণে সব নড়ে অতি বেপবন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণ কাটে নৃপতি নন্দন।
শঙ্খধ্বনি করিলেন্ত আনন্দিত মন ॥
আনন্দিত হইল তবে রাজা হংসধ্বজ।
বিষম সমরে যেন ঐরাবত গজ ॥
হংসধ্বজ নৃপতির সৈন্যে করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের যত সৈন্য করন্তি বিষাদ ॥
ক্রুদ্ধ হইল পার্থ সমর কেশরী।
লইল তৃতীয় বাণ অভিলাষ করি ॥
তান আশা দেখিয়া বুলিল চক্রধর।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন তুহ্মি ক্ষেণে ক্ষমা কর ॥
যাবৎ করোম পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ।
দেবদত্ত শঙ্খবাহে না চিন্ত বিষাদ ॥
তোহ্মার তবে সপিমু পুণ্য সকল।
এহি বাণে সংহার সুধন্বা মহাবল ॥
এবলিয়া পাঞ্চজন্য বাহন্ত আপনে।
দেবদত্ত শঙ্খপূরে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
দুই শঙ্খনাদ আপনার বল।
চমকিত হইল তবে বিপক্ষ সকল ॥
শঙ্খ পূরিয়া পার্থ বলিল বচন।
অখনে না করহ তুহ্মি বাণ গ্রহণ ॥
কৃষ্ণের নিষেধে পার্থ বাণ নিবারিল।
অমোঘ দুর্জ্জয় বাণ গ্রহণ করিল ॥
সেই বাণ পরশি হাতে যদুবংশ পতি।
বেদমন্ত্র পঠিলেন্ত দৃঢ় করিয়া মতি ॥
যত পুণ্য তেজ বাণের মুখে দিল।
আপনে বৈষ্ণবী তেজ বাণেত আরোপিল ॥
যতেক তেজ কৃষ্ণে বাণে আরোপিয়া।
রুদ্রতেজ বাণের শরীরেত দিয়া ॥
মন্ত্রে মন্ত্রে তবে বাণে তেজ আবরিল।
রাম অবতারে আহ্মি যত পুণ্য কৈল ॥
রাবণ মারিয়া ত্রিভুবনের করিলু যত উপকার
অশ্বমেধ আহ্মি যত কৈল বারে বার ॥
প্রজা সব পালিয়া যত পাইছি ফল।
সেই পুণ্যফল পাউক পার্থ মহাবল ॥
জয় লভিয়া কাট গিয়া সুধন্বার শির।

* * * *

এমত কহিল যদি প্রভু জনার্দ্দন।
বাণ সান্ধিলেক ধনুতে পার্থে ততক্ষণ ॥
বাসুকী সমান বাণ হয়ে তেজবন্ত।
অগ্নি আহুতি বাণ হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥
বাণ দেখিয়া ত্রিভুবনে হইল ভয়।
দেবাসুর পন্নগ কাপন্ত অতিশয় ॥
আকাশের দেবগণে কৌতুক দেখিবার।
ত্রিভুবন গ্রাসিবেক নাহিক নিস্তার ॥
ক্ষিতিতল কম্পমান সচল অচল।
হিন্দোল উঠিল যত সমুদ্রের জল ॥
হেনবাণ পার্থবীরে ধনুকে জুড়িল।
সুধন্বা কুমার তবে পার্থক বুলিল ॥
প্রতিজ্ঞা করহ তুহ্মি এহি বাণ মোচনে।
জানিয়া যে কহিছে দৈবকী নন্দনে ॥
অর্জ্জুনে বোলে শুন যুবরাজ বীর।
এহি বাণে যদি মুই না কাট তোর শির ॥

বিষ্ণু মহেশ্বরে ভেদ যত হএ পাপ।
আহ্মার হউক তবে সে সব সন্তাপ॥
পার্থের বচন শুনি সুধন্বা বলবন্ত।
মোর প্রতিজ্ঞা শুন মতিমন্ত॥
এহি বাণ না কাট মুই যদি সমরে।
নরকে থাকিমু মুই যুগ যুগান্তরে॥
শিবের নির্ম্মাল্য পুষ্প রাত্রির সময়।
পদ পরশিলে হএ যত অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
কাশীধামে যাইয়া মণিকর্ণিকার জলে।
স্নান না করিলে হএ যত বিফলে॥
যদি পার্থ এহি বাণ না কাটোব তোর।
সে সকল অধর্ম্ম হউক মোর॥
অর্জ্জুনে এমত বুলি ধর্ম্ম সাক্ষী করে।
যত পুণ্য করিয়াছি তীর্থ তীর্থান্তরে॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ নিজধর্ম্ম করিলুম।
কায়মনোবাক্যে যে পুণ্য পাইলুম॥
সেই পুণ্যফলে পার্থের বাণ হউক ছেদ।
যদি সত্য হয় বিচারি চারিবেদ॥
এহি ধর্ম্ম সাক্ষী করি কৃষ্ণক বোলন্ত।
তুহ্মি প্রভু নারায়ণ মুক্তি বলবন্ত॥
অর্জ্জুনের প্রতি জানিল বড় দয়া।
মোকে সংহারি কত্ত মায়া॥
উপকর্ত্তা অন্তকালে তোহ্মার গোচর।
মোকে না ছাড়ব জানাইল গদাধর॥
তোহ্মার শরীরে মুঞি হইবারে লীন।
এহি কার্য্যে তোহ্মাকে সেবিমু রাত্রি দিন॥
ভক্তি ভাবে এমত বুলি ক্ষত্রি ভাব জানি।
বীর দর্প করিয়া বোলে শুন চক্রপাণি॥
যত ধর্ম্ম করি আছ জন্ম জন্মান্তরে।
অদ্যাপি সকল দিলা অর্জ্জুনের তরে॥

তথাপিহ রাখিতে না পারিবা রণে।
এহ বাণ কাটিমু দেখিবা আপনে॥
এতেক বুলিল তবে নৃপতি কুমার।
অর্জ্জুনে এড়িল বাণ করি অহঙ্কার।
আকাশে প্রকাশ হইল বাণের দীপতি।
সুধন্বাএ এড়ে বাণ অতি শীঘ্রগতি॥
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া তবে এড়িলেক বাণ।
সেইবাণ পার্থের করিল দুইখান॥
এক অর্দ্ধখান বাণ ভূমিত পড়িল।
আর অর্দ্ধখান বাণ বেগবন্ত হইল॥
সেই অর্দ্ধখানে কাটে সুধন্বার শিরক।
আকাশ হতে মুণ্ড পড়ে যেন তারক॥
কৃষ্ণের সেবক প্রিয় হএ দুই জন।
দুহান প্রতিজ্ঞা রাখিলা নারায়ণ॥
সুধন্বাএ অর্দ্ধপথে কাটিলেক বাণ।
অর্দ্ধবাণে সুধন্বারে কইল দুই খান॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ এহি মন্ত্র সার।
জপিতে জপিতে তবে রাজার কুমার॥
অর্জ্জুনে কাটিল বীর তনু পরিহরি।
কৃষ্ণের চরণে পড়ে নমস্কার করি॥
কাটামুণ্ডে বোলে কৃষ্ণ নারায়ণ।
তুহ্মি বিনে গতি নাই ত্রিভুবন॥
সর্ব্বলোকে দেখন্ত তবে বিদ্যমান।
সুধন্বার মুখ হতে তেজ দীপ্যমান॥
নিঃসরিয়া তেজ গোবিন্দ শরীরে প্রবেশিল
সুধন্বার কবন্ধ সবে সমরে প্রভ্রমিল॥
কবন্ধে মারিল বহু সৈন্য চাপিয়া।
দুই হস্তে কৃষ্ণে মুণ্ড লইল তুলিয়া॥
সুধন্বার মুণ্ড লইয়া কুতুহল মতি।
ক্ষেপিলেক মুণ্ড হংসধ্বজের প্রতি॥

পুত্রের মুণ্ড লইয়াত রাজাএ ত্বরিত।
করে ধরি মহারাজা কান্দিয়া মোহিত॥
হাহা পুত্র সুধন্বা যে কমললোচন।
আর না দেখিমু মুই তোহ্মার বদন॥
পুত্র মোহ পাশরি ফেলাইলু তৈলে।
জ্বলন্ত অনলে পুত্র তাহাতে না দহিলে॥
আহ্মারে অনাথ করি গেলা স্বর্গলোক।
চম্পাবতী নগরে পাইব বড় শোক॥
বারেক বাহুড় পুত্র দেয় আলিঙ্গন।
অর্জ্জুনের সনে পুত্র ফিরিয়া কর রণ॥
প্রদ্যুম্ন আদি যত ধনুর্দ্ধর করিয়া বিজয়।
এক রথে বাসুদেব আর ধনঞ্জয়॥
সফল হইল পুত্র প্রতিজ্ঞা তোহ্মার।
দেখাইলা কৃষ্ণ আনি নয়নগোচর॥
কান্দয়ে নৃপতি পুত্র মুণ্ড লইয়া কোলে।
মুখে মুখ লাগাইয়া কপালে কপালে॥
সুধন্বার কনিষ্ঠ সুরথ মহামতি।
ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতিত বুলিলা ভকতি॥
প্রথম সমরে পড়ে তোহ্মার তনয়।
রণে সন্তর্পিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
হেন পুত্র শোচিবার না হএ উচিত।
বিশেষ সমর মধ্যে শত্রুর বিদিত॥
হেন মুণ্ড লইয়া বাপ না কর ক্রন্দন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম না হএ বেদের বচন॥
সুরথের বাক্য শুনিয়া বুলিল নৃপতি।
সুধন্বার শোকে মুই না কান্দোম অতি॥
জে কারণে কান্দ আহ্মি শুনরে সুরথ।
না জানি সুধন্বার কোন পাপ উপগত॥
সুধন্বাএ না জানি কোন পাপ আচরিল।
তাহার এমত ফল আসিয়া মিলিল॥
কৃষ্ণের চরণে পড়ে সুধন্বার শির।
মুহুর্ত্তেক পদতলে না আছিল বীর॥
ক্ষেপিলেন্ত কৃষ্ণে তবে মোহর জে প্রতি।
মুই পাইয়া পুনরপি হইলু অব্যাহতি॥
এহি শোক কার আহ্মি শুন পুত্রবর।
পুনি ক্ষেপিলেন্ত তবে রথের উপর॥
এ বুলিয়া নরপতি পুত্রের কপালে।
ক্ষেপিলেন্ত অর্জ্জুনের রথের উপরে॥
অর্জ্জুনের সারথি প্রভু জনার্দ্দন।
মুণ্ড গোটা ধরিলেন্ত গোবিন্দে আপন॥
দুই হাতে সেই মুণ্ড ধরিয়া গদাধর।
ক্ষেপিলেন্ত মুণ্ড তবে আকাশ উপর॥
কোথা গেল মুণ্ড না দেখিল কোন জন।
গলে পিন্ধিবার তরে নিল ত্রিনয়ন॥
লসগর পরাগল খানের তনয়।
কর্ণসমদাতা ছুটিখান মহাশয়॥
তাঁহার আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া।
শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনন্ত ভকত জনে কর্ণ ঘট ভরি॥

ইতি সুধন্বা কুমার বধঃ সমাপ্তঃ।

তবে সুধন্বার শোকে সুরথ কুমার।
রণে প্রবেশিল জেন হুতাশ আকার॥
নৃপতিক বোলে তুহ্মি না চিন্তির মনে।
পার্থ সম যুদ্ধ করিতে মুই জাইমু এখনে॥
ধনঞ্জয় বীর মুই সংহারিমু রণে।
বিমুখ করিমু আজি দেবকী নন্দনে॥
এ বুলিয়া জনকপদে করি নমস্কার।
চলিল সুরথ পার্থ-সমরে দুর্ব্বার॥

দিব্যরথে আরোহণ করি সৈন্য সঙ্গে।
শঙ্খধ্বনি করিলেক অতি মনোরঙ্গে॥
ধনু টঙ্কার করি করে সিংহনাদ।
মহাবেগে চলি যায় না গণে প্রমাদ॥
বিচিত্র বাদিত্র বাজে শব্দ বহুতর।
রসাতল ভেদি জাএ পাইয়া নির্ভর॥
থাক থাক অর্জ্জুনক বোলে সর্ব্বলোক।
তোকে মারি গুচাইব আজি সুধন্বার শোক
আত্মরক্ষা আজি কর ধনঞ্জয়।
জাহার কারণে নিজ পুণ্য হইল ক্ষয়॥
শিশুর চরিত্র তোর দৈবকী-নন্দন।
নিজ ধর্ম্ম দিয়া রাখ আনের জীবন॥
নিজ পুণ্য মুক্তি করি মালা পরি।
বড় অনুচিত কর্ম্ম কর শ্রীহরি॥
আপনে শোয়াল তুহ্মি নাহিক জে স্নেহ।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহিক তোহ্মা দেহ॥
আজি সংহারিমু পার্থ তোহ্মার জে আগে।
তাকে রক্ষা কর কৃষ্ণ মহাভাগে॥
সুরথের কথা শুনিয়া বুলিল দামোদর।
অর্জ্জুনের কর্ণে লাগি কহিল উত্তর॥
দেখহ ধনঞ্জয় আইসে সুরথ।
সমরে প্রচণ্ড হয় মহাসত্ব॥
মহাপুণ্যবন্ত ধার্ম্মিক কুমার।
ভ্রাতৃশোকে আইসে আপনে যুঝিবার॥
ইহার সম্মুখে না থাক এখন।
বহুল সঙ্কট হইব যদি করে রণ॥
আর রথী যুঝিবেক সুরথ সহিত।
তুহ্মি আহ্মি না থাকিমু তাহার বিদিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া বীর রণেত প্রকট।
তোহ্মার প্রসাদে গোসাঞি কি মোর সঙ্কট
সুধন্বার সনে কিবা সঙ্কট বিশেষ।
কি কারণে ছাড়িয়া জাইমু দেশ॥
পার্থের বচন হরি এমত শুনি।
প্রদ্যুম্নের তবে বুলিলা মনে গণি॥
দেখ দেখ ধনঞ্জয় সুরথ কলেবর।
মহাতেজোবন্ত জেন উদিত ভাস্কর॥
সৃষ্টিনাশ করিতে পারএ তাহার বলে।
ধনুতে টঙ্কার করে মন কুতূহলে॥
তোহ্মার সকল তেজ তুহ্মি তেজোমন্ত।
বিশেষে সোদর শোক মনেত করন্ত॥
শান্ত হইয়া আছ তুহ্মি করিয়া সমর।
ক্রোধ হইয়া আইসে দেখ ধনুর্দ্ধর॥
বিশেষে তোহ্মার হেতু আপনার।
যত পুণ্য দিল সুধন্বারে মারিবার॥
পুণ্যহীন জনের রণেত নাহি জয়।
পুণ্যবন্ত দেখহ সুরথ মহাশয়॥
বহু রণে আহ্মি করিল উপকার।
তোহ্মার সাহায্য মোর নিতি ব্যবহার॥
অর্জ্জুনে কহেন গোসাঞি যদুবংশপতি।
প্রদ্যুম্ন কুমার ডাকি বুলিলা ভারতী॥
মোর বাক্য পাল তুহ্মি রুক্মিণীনন্দন।
দেখহ সুরথ আইসে করিবারে রণ॥
বিলম্ব না কর চল রুক্মিণীনন্দন।

*   *   *

গোবিন্দ বচন শুনিয়া সুরথ সমরে।
ধাইয়া আইসে সমরেত হাতে ধনুঃশরে॥
অনিরুদ্ধ সাজি আইল তাহার নন্দন।
সত্য ভাবিয়া জাএ বীর করিবারে রণ॥
ঘটনিঘট জায় সৈন্য যত ইতি।
যার যত সৈন্য জাএ যুঝিবার মতি॥

আর যত মহারথী জাএ যুঝিবার তরে।
মেঘবর্ণ বীর জাএ ঘটৎকচ কুমারে॥
বৃষকেতু বীর জাএ কর্ণের নন্দন।
নীলধ্বজ রাজা জাএ করিবারে রণ॥
অনুশাম্ব রাজা জাএ সবল-বাহনে।
যৌবনাশ্ব রাজা জাএ পুত্র সমে রণে॥
অর্জ্জুনক পাছে করি মহারথী।
যুঝিবারে গেল সব সুরথ সংহতি॥
হেন চক্রধর তবে দেব নারায়ণ।
অর্জ্জুনের রথ দূর করিল তখন॥
তিন প্রহরের পথ নামাইল রথ।
সৈন্য আগু করিয়া রহিল মহাসত্ব॥
এথা যত সৈন্য আসি সুরথ বেড়িল।
করিতে জে মহারণ সমরে মিলিল॥
বাণে অন্ধকার কৈল গগনমণ্ডল।
দুই সৈন্যে বেড়িয়া করিল কোলাহল॥
চারিপাশে সুরথ করি আলোকন।
না দেখিল রণে ধনঞ্জয় নারায়ণ॥
কোথা গেল পার্থ সমে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মোকে দেখিয়া কিবা রণে পাইল ভয়॥
সুধন্বা জে মোর ভাই জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তাহান বিক্রম যত আছয়ে গোচর॥
অন্নজীবী মারিয়া নাহিক কোন ফল।
বিচারি চাহিমু কোথা গেল পার্থ মহাবল॥
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেত না পারিব পলাইতে।
যথা জাএ তথা জাইমু গতি অব্যাহতে॥
এ সকল বীর তবে রণে পরাজিয়া।
জাইমু কৃষ্ণার্জ্জুন তাকে উদ্দেশিয়া॥
এ মনে সার করিয়া সুরথ কুমার।
উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসন্ত সমর মাঝার॥

কহ অরে সৈন্য সব নাহিক জে ভয়।
কোথা পলাইয়া গেল পার্থ ধনঞ্জয়॥
সুরথের কথা শুনি বুলিল সর্ব্বজন।
শৃগাল সহিতে কোথা শৃগাল মিলন॥
পার্থ মন্দ বোল মূঢ় কিসের কারণ।
আজিকার রণে তুম্মি দেখিবা শমন॥
আম্মি সব সঙ্গে করই অহঙ্কার।
এথানে দেখিবা পার্থ শমন তোম্মার॥
এ বুলিয়া ক্রোধ করি সৈন্য মহাবল।
শরবৃষ্টি করে সব সুরথ উপর॥
হংসধ্বজ সুত সুরথ মহাসত্ব।
সমরে রুষিল তবে কুমার সুরথ॥
দিব্য অস্ত্র পাশুপত করে অতিশয়।
আরোপিল দশদিশ নাহি পরিচয়॥
কাহাক কাটিল বাণে কাহাক বিদারিল।
মহারথী যত ছিল সব সংহারিল॥
পাশুপত অস্ত্র তেজ সহে কার শক্তি।
সহিবারে পারে মাত্র ধনঞ্জয় রথী॥
তাহার বহুল শব্দ সৈন্যেত উঠিল।
মহারথী রণ ভয়ে সমর উপেক্ষিল॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব সৈন্য না পাতয়ে আর॥
সর্ব্ব সৈন্য দেখি জাএ সুরথ কুমার॥
নিমেষে নামাএ রথ তিন প্রহরের পথ।
তথা গেল যথা আছে পার্থ মহাসত্ব॥
ধ্বজেত বানর চিহ্ন জানিল অর্জ্জুন।
সুরথ কুমারে তবে দিল ধনুগুণ॥
সাক্ষাৎ সহোদর বৈরী দেখিল নয়নে।
তীক্ষ্ণবাণ জুড়িলেক দিব্য শরাসনে॥
কৃষ্ণের শরীরে তবে পড়িলেক বাণ।
পার্থের হৃদয়ে মারে পূরিয়া সন্ধান॥

ক্রুদ্ধ হইল পার্থবীর কালান্তক সম।
থাক থাক সুরথেরে বোলে পরাক্রম॥
হাতে শরাসন লইয়া বীর ধনঞ্জয়।
মহাক্রোধে বাণ তবে জোড়ে অতিশয়॥
রথের কাটিয়া ঘোড়া কৈল খণ্ড খণ্ড।
ধ্বজপতা কাটিল ছত্র নব দণ্ড॥
শিরের মুকুট কাটিল ত্বরিত।
অষ্টচক্র রথের কাটিল অতুলিত॥
তিল পরিমাণ করি কাটিলেক রথ।
হাতের ধনুক কাটিল মহাসত্ব॥
হৃদয়ে মারিল তান একশত বাণ।
না কম্পিল সুরথ আছিল স্থিরমাণ॥
সৈন্য সব জিনিয়া সুরথ কুমার।
পার্থের সহিত যুদ্ধ করে বার বার॥
মহারথী হইয়া বিস্তর যুঝিল।
অস্ত্র বরিষণ তরে বহুল আচরিল॥
জয় পরাজয় কারু নাহিক জে রণে।
প্রাণান্তিক যুদ্ধ করয়ে দুইজনে॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিলা বচন।
দেখ দেখ ধনঞ্জয় সুরথ লক্ষণ॥
মহাবীর অবতার অক্ষোভ শরীর।
বাণে আবরিল কৃষ্ণ-অর্জ্জুন শরীর॥
তার সম নাহি বীর এতিন ভুবনে।
তেকারণে এথা আইল উপস্থিয়া রণে॥
এড়াইতে না পারিল আইল ত্বরমাণ।
স্বর্গ মিলিল আজি এহি রণ স্থান।
না পারিব কদাচিত বাণে মারিতে তাহাক।
কি কর্ম্ম করিমু বোল নিয়োজিমু কাক॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয়।
আহ্মি তাক সংহারিমু নাহিক সংশয়॥
তোহ্মার প্রসাদে মুই জিনিমু এখন।
অবিলম্বে পাঠাইমু যমের সদন॥
হেনকালে রথে চড়িয়া ত্বরিত।
সুরথ মিলিল আসি পার্থের বিদিত॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় জোড়ে শতবাণ।
সুরথের তনু ভেদিল সন্ধান॥
তবে সুরথ বীরে অনায়াসে রণে।
গগনে উঠিল রথ করি আরোহণে॥
আকাশে থাকিয়া বীর শরজাল করে।
শতে ফুটে বাণ অর্জ্জুন কলেবরে॥
গোবিন্দ উপরে পড়ে শত শত বাণ।
যত বাণ এড়ে তার নাহি পরিমাণ॥
পার্থেরে ডাকিয়া করে উপহাস।
দেখ দেখ পার্থ মুই উঠিলু আকাশ॥
রথ নিজ রক্ষা কর ভেদিমু এখনে।
এ বুলিয়া বিশিখ মারিল সন্ধানে॥
বাণ বেগে অর্জ্জুনের রথ ভ্রমাইল।
বল দিয়া গোবিন্দে রাখিতে না পারিল॥
তবে পাঞ্চজন্য বাহে গোবিন্দ মহাশয়।
দেবদত্ত শঙ্খপূরে বীর ধনঞ্জয়॥
স্মরণ করয়ে রথে কপি হনুমান্।
তবে সে তাহান রথ হইল স্থিরমাণ॥
জনার্দ্দনে বোলে পার্থ যে সব কহিলা।
প্রসন্ন হইল এই সমরের বেলা॥
সুরথ বিরথী করহ সবিধান।
দেখ দেখ জেমত সারিতে আছে বাণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবেত দিলা গুণ ক্রোধ অতিশয়॥
সারথি পতাকা ধ্বজ অশ্ব সমে রথ।
চূর্ণবৎ করিলেক বীর মহাসত্ব॥

ভূমিতলে পড়িলেক সুরথ কুমার।
অর্জ্জুনের রথ * * * * * ॥
এহি রথ তোর মুই ফেপিমু বাহুবলে।
সুমেরু থাকিমু কিবা সাগরের জলে ॥
অথবা হস্তিনাপুরে ফেলাইমু রথ।
না কর ধনঞ্জয় গরব মহাসত ॥
এ বুলিয়া রথতান সুরথে ধরিল।
ধনঞ্জয় পঞ্চবাণ তাহাকে মারিল ॥
মর্ম্মেত পড়িল বাণ ভূমিত পড়িল।
মূচ্ছিত হইয়া তবে সুরথ রহিল ॥
ক্ষণেকে লভিয়া সংজ্ঞা সুরথ কুমার।
আর রথ আরোহিয়া আইল আরবার ॥
পুনি দুইজনে রণ করে আরবার।
যতেক দুর্ব্বল বীর কহিতে অপার ॥
গণ গৌরবিত ভয় তাহাক না লেখিল।
ধনঞ্জয় তবে বহুল কহিল ॥
শুনিয়া তাহার কথা বলে মহাবল।
মোর রণে প্রতিজ্ঞা করহ ধনুর্দ্ধর।
কি কর্ম্ম করিবা বোল গোবিন্দ গোচর ॥
মুনি মুখে শুনিয়াছি তুহ্মি মহাবীর।
সুরথের কথা এ বোলে পার্থ বীর ॥
তোর বাপের বিদিতে তোর কাটিমু যে শির।
এহি কার্য্য করিতে যদি না পারোম তোর ॥
ব্রহ্মবধ পাতকেত গতি হউক মোর।
আহ্মার বচন তুহ্মি শুন রে সুরথ ॥
কি কর্ম্ম করিবা তুহ্মি কহ অতিতথ ॥
সুরথ বোলেন তোরে ভূমিত উপরে।
রথ হন্তে ফেলাইমু করিয়া সমরে ॥
এহি কর্ম্ম করিবারে না পারোম যবে।
মোহোর সুকৃত নাশ পাউক তবে ॥

এই দুই সত্য করিল দুই বীর।
যুদ্ধে দুই বীর পুনি আক্ষোভ শরীর ॥
অষ্টাধিক শত রথ কাটে ধনঞ্জয়।
পুনি পুনি আনে রথ নৃপতি-তনয় ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ লইল নৃপতি-নন্দন।
গাণ্ডীবের গুণ কাটিল ততক্ষণ ॥
লজ্জা পাইল ধনঞ্জয় সভার অগ্রেতে।
আর এক গুণ তবে দিলেক ধনুতে ॥
পুনি তিন পরিমাণে রথ কাটিল তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে বুলি কাটি যার ॥
কাটিল দক্ষিণ হস্ত পড়ে ভূমিতলে।
সিংহনাদ করে তবে পাণ্ডবের দলে ॥
কেয়ূর অলঙ্কৃত বাহু হয় খান খান।
ভূমিতলে পড়ে মহা তরুর সমান ॥
এক হস্ত কাটা গেল নৃপতি-নন্দন।
বাম হস্তে গদা লইয়া চলে ততক্ষণ ॥
রথের ঘোটক মারে গদার প্রহারে।
শত শত মহাগজ মারয়ে কুমারে ॥
অযুত পদাতি মারে নৃপতি-নন্দন।
কালান্তক যম যেন অতি বিচক্ষণ ॥
হাতে গদা লইয়া সৈন্য প্রহারন্ত।
থাক থাক অর্জ্জুন ডাকিয়া বোলন্ত ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর লইল ভিন্দিপাল।
গদা সমে বাম হস্ত ছেদিল তৎকাল ॥
দুই হস্ত কাটা গেল আছে কলেবর।
তথাপিহ সমরেত যুঝয়ে সত্বর ॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া বোলে যুঝ আপনাক।
তোহ্মারে মারিব আজি যে কেন মোর বাক
অর্জ্জুনের রথে তবে দেখে দামোদর।
কলেবর মাত্র দুই করিমু সমর ॥

তোম্মার পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তাকে রক্ষা কর তুম্মি দেব চক্রধর॥
দুই হাত কাটা গেল কলেবর সার।
লম্ফ দিয়া পার্থকে চাহন্ত মারিবার॥
গাণ্ডীবেত গুণ জোড়ে বীর ধনঞ্জয়।
নববাণ মারিলেক তাহার হৃদয়॥
দুইবাণে দুই পাও কাটিলেক বীর।
হস্ত পদ কাটা গেল আছে মাত্র শির॥
পার্থের রথ প্রতি ধাইয়া পড়ন্ত।

*   *   *   *

তনু হতে মাথা কাটিল ত্বরিত।
বেগে সেই মাথা পড়ে অর্জ্জুনের ভিত॥
স্তব্ধ হইয়া পার্থ বীর রথ হতে পড়ে।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথ হতে পড়ে॥
সুরথের মুণ্ড গোটা নিব ত্রিনয়ন।
কুতূহলে পড়ে মুণ্ড গোবিন্দ চরণ॥
কবন্ধ পড়িল তবে ভূমির উপর।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য মারিল বহুতর॥
আস্তে ব্যস্তে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে তোলে ধরি।
রথের উপরে সংজ্ঞা লভএ শ্রীহরি॥
রথেত তুলিয়া অর্জ্জুন করে শান্ত।
অনেক বুলিয়া কৃষ্ণ পার্থক বুঝন্ত॥
মৃত্যুকালে কৈলা সেই প্রতিজ্ঞা সফল।
রথ হন্তে তোম্মাকে পাড়িল ভূমিতল॥
সত্যবাদী মহাসত্ত্ব সুরথ মহাবল।
তুম্মি বিনে কেবা তারে মারে ক্ষিতিতল॥
আম্মার পরম ভক্ত সেবক আম্মার।
বংশক্রমে সেবা করে মুক্ত হইবার॥
কৃষ্ণের বচনে বোলে ধনঞ্জয় বীর।
মোকে দেও মুণ্ড সুরথের শির॥

ধর্ম্মশীল মুণ্ড গোটা করিব ভকতি।
পরশিলে এহি মুণ্ড পুণ্য হএ অতি॥
এ বুলি কৃষ্ণ হতে বীর ধনঞ্জয়।
মুণ্ড লইয়া আপনার লাগাইল হৃদয়॥
তবে কৃষ্ণ পক্ষিরাজ গরুড়েরে স্মরে।
স্মরমাণে আইল পক্ষী গোবিন্দ গোচরে॥
গোবিন্দে বলিল তবে বিনতা-নন্দন।
পরম ধার্ম্মিক জান সুরথ মহাজন॥
তার মুণ্ড লইয়া চল আম্মার আদেশ।
তীর্থ নাম প্রয়াগ আছয়ে জেই দেশ॥
তাহার সমীপে নিয়া এড় এহি শির।
চল চল গরুড় শুন মহাবীর॥
গরুড়ে বুলিল মোর বিস্ময় জন্মিল।
প্রয়াগ তীর্থ গঙ্গার সমীপে মিলিল॥
সংসারের তীর্থ তুম্মি কালকেতু।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তুম্মি মহাসেতু॥
তোম্মার বচনে ধৌত মূত্র গঙ্গাদেবী।
সেই হেতু পুণ্য জানি সর্ব্বলোকে সেবি॥
এহেন চরণে আসি মুণ্ড পড়িল।
তাহা হতে অধিক পুণ্য প্রয়াগে জন্মিল॥
গঙ্গা যমুনা নদী লক্ষ্মী সরস্বতী।
তোম্মার চরণে সর্ব্ব তীর্থের বসতি॥
পক্ষিরাজের কথা শুনি বোলে চক্রধর।
যে কহিছ সর্ব্ব সত্য জানহ সত্বর॥
সুরথ হইল মুক্ত সন্দেহ নাহিক।
প্রয়াগ গমনে বাধা আছে এতাধিক॥
তীর্থরাজ প্রয়াগ আম্মার প্রিয়স্থান।
ধর্ম্মাত্মার মুণ্ড পড়ি হইব পুরাণ॥
পুণ্যবন্ত তীর্থ হেতু প্রয়াগের স্থল।
মোর প্রিয় স্থান জানহ সকল॥

এ বুলিয়া গরুড়ের হাতে মুণ্ড দিল।
মুণ্ড লইয়া পক্ষিরাজ তথায় চলিল॥
অতি বেগে চলে আকাশের পথ।
তীর্থরাজ প্রয়াগ গমন মনোরথ॥
হেনকালে মহাদেব বৃষভ বাহন।
হরিষে পার্ব্বতী সমে ভ্রময়ে কানন॥
নন্দী আদি করিয়া জতেক সহচর।
পর্য্যটন্ত গগনে হরিষে শূলধর॥
পুণ্যবন্তের মুণ্ড গরুড়ে নেয়ন্ত।
দূরে থাকি সদাশিব তাহাকে দেখন্ত॥
নন্দী ভৃঙ্গী নামে দুই সেনাপতি।
তাহাকে আদেশ কৈল হরষিত মতি॥
তুহ্মি দুই আগে যাও গরুড়ের স্থানে।
মুণ্ড গোটা আন গিয়া মোর বিদ্যমানে॥
পার্ব্বতী বোলেন শিব মোকে কহ তত্ত্ব।
কার মুণ্ড লইয়া যায় পক্ষী মহাসত্ত্ব॥
কি হেতু মুণ্ড আনিবার তরে।
ভৃঙ্গীকে পাঠাও কেহ্নে গরুড় গোচরে॥
শিবে বোলে দেবি কহি সত্যবাণী।
হংসধ্বজ রাজা বৈষ্ণব হেন জানি॥
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সনে করে রণ।
সুধন্বাকে সংহারিল প্রথম নন্দন॥
বংশক্রমে ধর্ম্মশীল অতি পুণ্যবন্ত।
গোবিন্দ প্রসাদে পার্থ কিছু না জানন্ত॥
সুধন্বার মুণ্ড হরি আকাশে ক্ষেপিল।
সত্বর গমনে আহ্মি তাহারে ধরিল॥
এহি দেখ মুণ্ড মালা উর্দ্ধেত উজ্জ্বল।
শত মুণ্ডমালা মধ্যে হএত বিমল॥
সুরথ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর।
তাহাকে মারিল রণে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কৃষ্ণের আদেশে সুরথের মুণ্ড লইয়া।
পক্ষিরাজ জাএ প্রয়াগ উদ্দেশিয়া॥
এহি মুণ্ড মালা গ্রন্থি করিবার।
তাহাক পরিতে দেবি শ্রদ্ধা হএ আহ্মার॥
অধার্ম্মিক মুণ্ড আহ্মি ভ্রমে নাহি পিন্ধি।
ধর্ম্মজন মুণ্ড হইলে আহ্মি তাক বন্দি॥
সত্বরে গরুড় হতে মুণ্ড আনিবার।
দুত পাঠাইয়া দিল কৌতুক অপার॥
পার্ব্বতী মহেশ কৌতুক সংবাদ।
যথাত পক্ষীর সনে দুতের সংবাদ॥
দুতে বোলে মুণ্ড এড় আপন জানিয়া।
হরে পিন্ধিতে তাকে নিবেক কাটিয়া॥
পক্ষী বোলে তান বচন নিদেশ।
প্রয়াগেত এড়িবার বচন সন্দেশ॥
পক্ষিএ বুলিল আহ্মি তোহ্মা কেহ্নে দিব।
তোহ্মা হেন শতজন রণে সংহারিব॥
বলবন্ত পক্ষিরাজ বিষ্ণুর বাহন।
মহাবলবন্ত জন বিনতা-নন্দন॥
তোহ্মার প্রভু হতে কৃষ্ণ তপস্বী বিশাল।
মুধ্য কলেবর পতিতপাবন সংসারের সার॥
খটক ডমরু ভস্ম অস্থি রহিত তান।
বিষ্ণু জান মহাবীর্য্যশালী বলবান্॥
তাহার বাহনে জিনিয়া জাএ চলি।
লাজ দিয়া মুণ্ড কাটিয়া নিল মহাবলী॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি হরে হাসিলেন্ত।
বৃষভ বাহন শিব ত্বরিতে ডাকন্ত॥
আহ্মার দুতের বীর্য্য দেখহ পার্ব্বতি।
কাটিয়া আনিব মুণ্ড অতি শীঘ্রগতি॥
শিবের বচনে বৃষ গেলেন্ত সত্বরে।
নাসার পবন মেলেন গরুড় উপরে॥

গরুড়ের পাখা হইল কম্পবান্।
শৃঙ্গ দিয়া হানে তবে অতি বলবান্॥
অক্ষোভ শরীর তবে পক্ষী মহাবল।
বৃষসমে যুদ্ধ হইল তৎপর।
পাকছাট মারএ চঞ্চু করয়ে প্রহার।
নখঘাতে তনু সব করএ বিদার॥
দুই বাহনে হইল বড় মহারণ।
দূরেত থাকিয়া তারে দেখে ত্রিনয়ন॥
জয় পরাজয় নাহি দেখে পশুপতি।
আনিবার না পারিল জানিলেক মতি॥
জানিয়া নন্দীক শিবে আজ্ঞা করিল।
শিবের দ্বিতীয় তনু সমরে মিলিল॥
বৃষ আর নন্দী হইয়া একত্তর।
এক শূর পক্ষিরাজ করয়ে সমর॥
রণ করি জাএ অতি শীঘ্রগতি।
পিছে খেদাইয়া জাএ নন্দী মহামতি॥
নদনদী নগর সাগর পর্য্যন্ত।
আগে জাএ পক্ষিরাজ অতি বলবন্ত॥
জাইতে জাইতে গিয়া প্রয়াগে মিলিল।
আস্তে ব্যস্তে গঙ্গাজলে ত্বরিতে এড়িল॥
জলে থাকি মুণ্ড লইয়া নন্দী মহামতি।
শিবের হস্তেত নিয়া দিল শীঘ্রগতি॥
শিব নিয়া মুণ্ডমালা শীঘ্র গাঁথিল।
রক্তে জড়িত মালা গলাএ পরিল॥
গরুড় গেলেন্ত তবে গোবিন্দ নিকট।
সুরথের মুণ্ড লইয়া আছিল সঙ্কট॥

ইতি সুরথযুদ্ধ সমাপ্ত॥

এথাতে সুরথ যদি পড়িল রণমাঝে।
পুত্র শোকাকুল হইল হংসধ্বজ রাজে॥
দুই পুত্র নিধন হইল আপনা বিদিত।
রথ আরোহণ করি হইল কুপিত॥
সর্ব্ব সৈন্য চালাইয়া চলিল নরপতি।
পদভরে সৈন্যের কম্পয়ে বসুমতী॥
হাতে ধনু লইয়া জাএ যুঝিবার।
আশুসারি ধনঞ্জয় করিব সংহার॥
হংসধ্বজ রাজা আইসে করিবারে রণ।
রথ হতে ভূমিতে নামিল জনার্দ্দন॥
দুই বাহু তুলিয়া কৃষ্ণ রাজাকে বোলন্ত।
হংসধ্বজ পুত্রশোক এড় মতিমন্ত॥
ক্রোধ পরিহরি দেয় আলিঙ্গন।
তুহ্মি মোর সেবক বড় বন্ধুজন॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা পরিহরি রথ।
চরণ বন্দিল রাজা হইয়া ভূমিগত॥
কৃষ্ণে বলিলেন্ত রাজার গ্রীবায় ধরিয়া।
রাজাএ বলিলেন্ত কৃষ্ণের চরণ বন্দিয়া॥
আজি সে সফল মোর শুন জনার্দ্দন।
প্রসন্ন হইল মোরে দেব নারায়ণ॥
মুক্ত হইলু মুই তোহ্মার প্রসাদে।
মোহোরে প্রসন্ন হইলা দেব জগন্নাথে।
তোহ্মার বচন বিনে গতি নাই আর।
চরণে পশিলু তোহ্মায়ত পরিবার॥
গোবিন্দে বোলেন রাজা শুনহ বচন।
তোর সম বন্ধু মোর পাণ্ডুর নন্দন॥
তার সঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন কর নরপতি।
অশ্ব রক্ষা করহ ধনঞ্জয়ের সংহতি॥
প্রাণপণ করিয়া পাণ্ডবের তরে।
এহি জানিয়া তার সঙ্গে চলহ সত্বরে॥
আজি হতে অর্জ্জুনের সঙ্গে চল তুহ্মি।
যুধিষ্ঠির গোচরে চলি যাই আহ্মি॥

এ বুলিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন আশ্বাসিল।
হংসধ্বজ রাজা সঙ্গে প্রীতি করাইল ॥
হংসধ্বজে ঘোড়া আনি সাক্ষাৎ দিলেন্ত।
হস্তিনাপুরীত তবে কৃষ্ণে গেলেন্ত ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতিত সকল কহিল।
এথা হংসধ্বজ রাজা পার্থের সংহতি চলিল ॥
যজ্ঞের তুরঙ্গ উত্তর পথে চলে।
তার পাছে ধনঞ্জয় জাএ কুতুহলে ॥
হংসধ্বজ রাজা জাএ সবল বাহনে।
প্রদ্যুম্ন আদি সকল চলিল তার সনে ॥
দুইক্রোশ অন্তরে জাএ যজ্ঞের ঘোটক।
সঞ্চরে উত্তর পথে গমন কৌতুক ॥
তার সঙ্গে চলি জাএ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পঞ্চজন চলিল তাহার সহচর ॥
হংসধ্বজ আর রুক্মিণী তনয়।
অনুশাল্ব রাজা বৃষকেতু মহাশয় ॥
যৌবনাশ্ব নৃপতি আর সুবেগ রথী।
এহি পঞ্চজন জাএ পার্থের সংহতি ॥
চলিতে চলিতে অশ্ব গেল বহু দুর।
বনে প্রবেশিল ঘোড়া দেখে সর্ব্বশূর ॥
পথশ্রমে জল পান করিতে অন্তর।
বন মধ্যে ঘোড়া গেল এক সরোবর ॥
সেই জল পরশিল যদি তুরঙ্গে।
অশ্বিনী হইল ঘোড়া ব্যক্ত হইল অঙ্গে ॥
অশ্বিনী হইল ঘোড়া দেখে সর্ব্বজন।
পরম বিস্মিত হইল অর্জ্জুনের মন ॥
পুনি কত দূরে তবে অশ্বিনী চলিল।
পঞ্চবীর সঙ্গে তবে পার্থে ডাকে দিল ॥
আর এক সরোবর সম্মুখে আছিল।
[illegible] মিলিল ॥
সেই জল পরশে অশ্ব-কলেবর।
ব্যাঘ্র রূপ হইল ঘোড়া অতি ভয়ঙ্কর ॥
ব্যাঘ্ররূপে বনে ভ্রমে মৃগ অন্বেষিতে।
সঙ্গে জাএ পার্থ পরম বিস্মিতে ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি সকল সৈন্য সনে।
ঘোড়া ব্যাঘ্র হইল দেখি চিন্তে মনে ॥
মহাভাগ ধনঞ্জয় চিন্তে অনুপম।
চিন্তিত হইয়া স্মরে কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম ॥
গোবিন্দ মাধব পরে স্মরে নাহি গতি।
তোমার প্রসাদে যুধিষ্ঠির নরপতি ॥
তোমার প্রসাদে তরি সকল আপদ।
তোমার প্রসাদে মোর সকল সম্পদ ॥
তোমার প্রসাদে জিনিলু দুর্য্যোধন।
লজ্জা হৈতে দ্রুপদীরে করিলা রক্ষণ ॥
যার অনুগ্রহে এহি যজ্ঞ আরম্ভিল।
গোবিন্দ চরণে মুই সকল কহিল ॥
মোকে প্রসন্ন হও দৈবকী-নন্দন।
খণ্ডাও আপদ না কর বিলম্বন ॥
কায় মনোবাক্যে স্মরে শ্রীহরি।
নরসিংহ বুলি ডাক ছাড়ে অতি উচ্চকরি ॥
সকল সৈন্যে তবে দেখিতে আসয়ে ত্বরিত।
অকস্মাৎ ব্রহ্মরূপে পড়িল ত্বরিত ॥
যজ্ঞের ঘোটকে ধরে পূর্ব্ব কলেবর।
আনন্দে পূরিত হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সর্ব্ব সৈন্যে আনন্দে বিচিত্র বাদ্যে বাজে।
নর্ত্তকে করএ নৃত্য বহুল সমাজ ॥
হেনকালে আইল জয়মুনি মহামতি।
মুনিতে জিজ্ঞাসিল জয়ধ্বজ নরপতি ॥
এহি অদ্ভুত কথা কহত কারণ।
জল পরশিলে কেহে হয় বিলক্ষণ ॥

মুনি বোলে শুন রাজা কহি আহ্মি তত্ত্ব।
সর্ব্বকাল সেবনেত হয় উপগত॥
হিমালয় নন্দিনী পার্ব্বতী রূপবতী।
শিব আরাধন হেতু তপ করে অতি॥
সেই সরোবরে দেবী সদাএ করে তপ।
শিবশক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্র করে জপ॥
সেই কাননে মহাদেব চলি আইল তথা।
পার্ব্বতীকে দেখিয়া হইল কাম-ব্যথা॥
তপ যজ্ঞ করি তারে এমত বুলিল।
মহাযজ্ঞ করি দেবী তপ আরম্ভিল॥
অতি শুদ্ধ দেখি তোহ্মা পরম রূপসী।
একাকী অরণ্যে তপ কেহ্নে কর আসি॥
আহ্মাকে ভজহ মনে যদি লএ হিত।
সেবন করিব আহ্মি কহিল নিশ্চিত॥
শিবের বচনে রুষ্ট হইল পার্ব্বতী।
শাপে ভস্মত তোকে করিলু শীঘ্রগতি॥
শাপ তান দিলেন দেখিয়া সরোবর।
যে পুরুষ নামে সেই জলের ভিতর॥
জল পরশিলে হয় সেই নারী রূপ।
সেই সরোবর এহি কহিল স্বরূপ॥
যে জলে পরশিলে হএ ব্যাঘ্র কলেবর।
তাহার কারণ এহি শুন নৃপবর॥
সত্যকালে এক বিপ্র মহাপুণ্যবন্ত।
তীর্থ করিবার তরে ক্ষিতিএ ভ্রমন্ত॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল এক সরোবরে।
জলেত নামিয়া স্নান করিবার তরে॥
জলেত স্নান করি উঠিল ব্রাহ্মণ।
কুম্ভীরে তাহারে আসি ধরিল তখন॥
ক্রুদ্ধ হইল মুনি অতি ধর্ম্মবন্ত।
ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ মুনি তাহারে দিলেন্ত॥
দেবদৈত্য অসুর অথবা বিদ্যাধর।
পশু পক্ষী নাগ কিবা মনুষ্য কিন্নর॥
কীট পতঙ্গ কিবা আর ভূতগণ।
এহি জলে স্নান করএ জেই জন॥
ব্যাঘ্র রূপ হইব মুনির আদেশে।
অন্যথা নাহিক শাপ দিল বিশেষে॥
সরোবর তরে বিপ্র এহি শাপ দিয়া।
আপনা আশ্রমে গেল কুম্ভীর তর্জ্জিয়া॥
সেই জল পরশিল অর্জ্জুনের হয়।
ব্যাঘ্ররূপ হইয়া বেড়ায় অরণ্যয়॥
গোবিন্দ প্রসাদে মুক্ত হইল অশ্ববর।
পুনি অশ্ব সঙ্গে চলে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
চলিলা উত্তরাপথে অতি সুগম্য।
এক দেশ আছে তথা নগর সুরম্য॥
নীলশ্রবা নামে পুরী আছএ অতি।
সর্ব্বনারী আছয়ে তথা পুরুষ নাহি গতি॥
প্রমীলা নৃপতি তাত নারী সব পাত্র।
সকল যৌবন তাত অতি সুললিত গাত্র॥
ভিন্ন দেশ হতে পুরুষ আইসে কদাচিত।
সেই পুরুষে নারী দেখিয়া হএ মোহিত॥
এক মাস জিএ মাত্র সুখে নিবসন্ত।
স্থানে শুচুটে আয়ু তখনে মরন্ত॥
কন্যা সে জন্মে তাত পুরুষ অসম্ভব।
বিধির ঘটনাএ জন্তেক অনুভব॥
সেই দেশে তবে যজ্ঞের ঘোড়া গেল।
পার্থ আদি যত সৈন্য তথায় চলিল॥
পাছে সৈন্য তার জাএ কত দূরে।
মিলিল ঘোটক এই নগর ভিতরে॥
প্রমীলা যুবতী সেই নারী রূপবতী।
শুনিলেক আইল পার্থ ঘোটক সংহতি॥

প্রমীলাএ আদেশিল যত সৈন্যগণ।
ঘোড়া কাটিয়া তান আনহ সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ভাই সহোদর।
শুনিয়াছি পার্থবীর মহা ধনুর্দ্ধর ॥
দেবাসুর দৈত্য জিনিয়াছে রণে।
তাহার সারথি দেখ দেব জনার্দ্দনে ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সকল সংহারিল।
মহাবীর হেন মনেত গর্ব্ব ধরিল ॥
আজি চূর্ণ করিমু তাহার অহংকার।
আজি রণে সংহারিমু পাণ্ডবকুমার ॥
বড় কর্ম্ম করিমু আজুকার রণে।
রাখিবারে না পারিব গোবিন্দে আপনে ॥
যত নারী হয়ে বসম অস্ত্রগতি।
মোহোর দেশেত যত আছএ যুবতী ॥
চন্দ্রকলা নামে এক আছএ অব্যাহতি।
প্রমীলাএ তাহারে করিছে সেনাপতি ॥
একজন নারী গিয়া পার্থের ঘোড়া ধরে।
ধরিয়া আনিল ঘোড়া পুরীর ভিতরে ॥
প্রমীলাএ দেখিলেক সেই অশ্ববেশ।
ঘোড়া বান্ধি রাখ তবে করিলা আদেশ ॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া তবে তখনে বান্ধিয়া।
রণ হেতু বাহির হইল যুবতী অস্ত্র লইয়া ॥
অর্জ্জুনের অশ্ব বান্ধিয়া নিল নারী।
হাতে অস্ত্র করি জাএ পাণ্ডু অধিকারী ॥
কি কর্ম্ম করিব সার না পারে করিবার।
নারীবধ করিলে হএ নরক অপার ॥
ঘোড়া ধরি লই জাএ যজ্ঞ হএ সার।
হারিলে লজ্জা হএ অনেক প্রমাদ ॥
জাত নারীবধ নাই পাপ অতিরেক।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে মনে ভাবিলেক ॥
যুদ্ধ হেতু ধনু টঙ্কারিল ধনঞ্জয়।
হেনকালে প্রমীলা মিলিল তথাএ ॥
অযুতে অযুতে রথী আর অশ্বগজ।
সৈন্যের নাহিক সীমা উচ্চতর ধ্বজ ॥
যত সব নারী রথে আরোহিয়া।
আইল যুদ্ধেত সব ধনু বাণ লইয়া ॥
মাথাএ ধবল ছত্র ধবল চামর।
প্রথম যৌবন সুশোভিত কলেবর ॥
ইন্দীবর জিনিয়া নয়ন সুন্দর।
আইলা প্রমীলা নারী পার্থের গোচর ॥
ধনঞ্জয় বীরে সম্মুখে দেখিয়া।
প্রমীলা নারীএ তবে বুলিল ডাকিয়া ॥
তোহ্মার তুরগ মুই কাটিয়া আনিলুম।
আপনার অ শ্রমে নিয়া বান্ধিয়া রাখিলুম ॥
আমা কে জিনিয়া ঘোড়া নিতে না পারিবা।
মোর বাণ ঘাএ আজি যমপুরে জাইবা ॥
অহংকার করহ দুর্ব্বল জন মারি।
সেই গর্ব্ব খণ্ডাইব তোহ সংহারি ॥
নয়নের কটাক্ষ বাণে আজি সংহারিমু।
বিষম বিশিখ লইয়া পাছে সংহারিমু।
হেন বাক্য প্রমীলাএ পার্থক বোলন্ত।
তবে পঞ্চ বীর তথাএ মিলন্ত ॥
প্রদ্যুম্ন সুবেগ আর হংসধ্বজ বৃষকেতু।
অনুশাল্ব মিলিলেক যুঝিবার হেতু ॥
পঞ্চ আগু হইল পাছে যত সৈন্য।
প্রমীলাএ অর্জ্জুনকে বোলে ধন্য ধন্য ॥
তুহ্মি পাণ্ডব সব ধন্য তোর বল।
ধন জিনি আছ নৃপতি সকল ॥
মোর রূপে তোর মন না হএ মোহিত।
পতি করি তোহ্মাকারে মনের বাঞ্ছিত ॥

নারী মধ্যে মোর সম নারী নাহি আর।
পুরুষ মধ্যে নাহি তোহ্মার আকার॥
তোর মোর উচিত হএন্ত রচনা।
পৃথিবীতে রহিব যশ নাহিক যন্ত্রণা॥
কোন কালে নাহি জেমত সুখভোগ।
মোর সমে সমবেত্ত হইছে উপযোগ॥
যদি হেন না কর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তবে তুহ্মি চলি জাইবা যমের গোচর॥
এ বুলিয়া যত নারী সৈন্য সহচর।
চাহন্ত প্রমীলা কটাক্ষে অন্তর॥
অপ্সরা সম নারী হএ রূপবতী।
বহুভাবে আলোকন্ত পার্থ বীর প্রতি॥
কর্ণপুত্র বৃষকেতু রণে বড় স্থির।
আর সব জিনিলেক মহা মহা বীর॥
খুল্লতাত অর্জ্জুনেত বোলে নারীগণ।
তেকারণে বৃষকেতু স্থির আছে মন।
পাণ্ডুসুত ধনঞ্জয় অতি বলবন্ত।
মনস্থির করিয়া প্রমীলা বোলন্ত॥
যেমন প্রমীলা তুহ্মি আহ্মাকে বুলিলা।
এমত কর্ম্ম সর্ব্বথাএ শত্রুরে না বুলিবা॥
শুনিয়া আছি তোহ্মার সকল বৃত্তান্ত।
একমাসে পুরুষের প্রাণ হএ অন্ত॥
তোক পরশিলে মৃত্যু হয় যোগ।
কেমন পুরুষে তোহ্মা করিব উপভোগ॥
পার্থের বচন শুনি প্রমীলাএ বোলন্ত।
মোর সঙ্গে জেবা থাকে মাসেক জীয়ন্ত॥
মরণের ভয়ে কেহ্নে জাও ধনঞ্জয়।
মাসেক থাকিব প্রাণ না চিন্তিহ ভয়॥
পরিগ্রহ করিলে মাসেক জীব।
পরিগ্রহ না করিলে সমরে মরিব॥

উভয় মৃত্যু এথা আছে বাস।
পূর ধনঞ্জয় মোহোর জে আশ॥
কামবাণে মর কিবা অথবা সমরে।
দুইরূপে পরাজয় কহিল তোহ্মারে॥
মোর কথা রাখ পার্থ শুন ত্বরমাণ।
অকার্য্যে না পারিব পার্থ করহ কল্যাণ॥
কামে পীড়িত হইল প্রমীলা যুবতী।
তা শুনিয়া অর্জ্জুনে বোলে করিয়া ভকতি॥
পরিহর এহি কথা বোল দুষ্ট ব্যবহার।
মোর ঘোড়া ছাড়ি দেও পুরী আপনার॥
বহু দুঃখ পাইবা আহ্মি ঘোড়ার কারণ।
শুনিয়াছ শূর্পণখার জে সব লক্ষণ॥
তেমত অবস্থা আজি পাইবা মোর স্থানে।
এ বুলি যদিএ বাণ করিল সন্ধানে॥
হাসিয়া বোলএ তবে প্রমীলা যুবতী।
অর্দ্ধপথে আসিতে বাণ কাটিল শীঘ্রগতি॥
কাটিল তাহার বাণ অতি ত্বরমাণ।
আর এক ধনুকেত লইল দিব্যবাণ॥
হৃদয়ে পাইল ব্যথা পার্থ মহাবীর।
অর্জ্জুন হেন ত্রিভুবনে আর নাহি বীর॥
পুনি শত সহস্রেক বাণ লইলেক করে।
বাণ বৃষ্টি প্রমীলাএ করে নিরন্তরে॥
রথধ্বজ অর্জ্জুনের সব আচ্ছাদিল॥
অহঙ্কারে প্রমীলাএ সিংহনাদ কৈল।
ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুকেত তীক্ষ্ণবাণ জোড়ে।
পুনি যুবতীএ মোহন অস্ত্র এড়ে॥
লইল মোহন প্রমীলা যুবতী।
সেই বাণে অর্জ্জুনক কাটে শীঘ্রগতি॥
মোহন অস্ত্র ব্যর্থ যুবতীএ দেখিয়া।
পার্থ তবে যুবতীএ বোলে ডাক দিয়া॥

অরে মূঢ় অর্জ্জুন শুন রে দুর্ম্মতি।
মোর অস্ত্র কাটিয়া করিলে অধোগতি॥
পার্থে তবে যুবতী বিরূপ কহিল।
ধনঞ্জয় বীর তবে ক্রোধ চিত্ত হইল॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া এড়িলেক বাণ।
প্রমীলাএ কাটিতে বাণ হইল ক্রোধমন॥
আর এক অস্ত্র তবে অর্জ্জুনে লইল।
হেনকালে আকাশবাণী তবে হইল॥
না মার না মার তবে বীর ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবধ পাতকে কি তোর নাহি ভয়॥
মহাপুণ্যশালিনী প্রমীলা যুবতী।
না পারিবা মারিবারে পরাণ শকতি॥
না কর অমোঘ অস্ত্র শুন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবধ পাতকে কি নাহি তোর ভয়॥
মহাপুণ্যবতী দেখ প্রমিলা যুবতী।
না পারিবা মারিবারে শুন মহামতি॥
না কর অমোঘ অস্ত্র শুন মোর বাক।
পরিগ্রহ না কর তুহ্মি নারী প্রমীলাক॥
দেশেত নেয়াও যদি রহিব শরীর।
এথা না রহিবা তুহ্মি পার্থ মহাবীর।
ব্রতস্থ হইয়া আছ অশ্ব রাখিবার।
উপযুক্ত নহে এথা করিতে শৃঙ্গার॥
হস্তিনা নগরে যাও সকল যুবতী।
সেখানে গেলে তোহ্মা সঙ্গে বঞ্চিমু জে রাতি
তোর সহচরী যত আছে সৈন্যগণ।
তথা গেলে ভাল পতি পাইবা সর্ব্বজন॥
অথবা সংহতি মোর জাইবা দেশান্তর।
যেবা তোহ্মার মনোরথ হইব সত্বর॥
ঘোড়া আনিয়া দেও প্রমীলে যুবতি।
দেশেত চলিয়া যাই আহ্মি শীঘ্রগতি॥
যতেক যুবতী রত্ন জত ধন।
সকল লইয়া চলিল ততক্ষণ॥
ঘোড়া আনিলেক তবে সভার ভিতর।
অশ্বমুক্ত করিলেক পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

ইতি প্রমীলাযুদ্ধ সমাপ্ত।

স্ত্রীরাজ্য হতে যদি ঘোড়া নিঃসারিল।
গিরি নদী জিনিয়া সত্বরে চলিল॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল আন দেশ।
সে রাজ্যের কথা সব শুনহ বিশেষ॥
বৃক্ষেত ফলএ জে নরনারী পশু।
ফলরূপে বৃক্ষে জন্মে মণি রত্ন বসু॥
প্রভাতে জন্ময়ে যত জীব জন্তুগণ।
মধ্য কালেত হএ প্রথম যৌবন॥
সন্ধ্যাকালে বার্দ্ধক রাত্রিকালে শূন্য।
বিধির ঘটনে আছে যত ইতি পুণ্য॥
হেন দেশে ঘোড়া সংহতি চলিলেন্ত।
ধনঞ্জয় আদি যত কৌতুক দেখন্ত॥
বিধাতার ঘটন দেখে সর্ব্বজন।
ঘোড়া সমে নগরেত করিল গমন॥
তথা হতে এক পথ নগরে ভ্রমিল।
এক এক চরণ জে মনুষ্য দেখিল॥
নিরাতঙ্কে সে রাজ্যেত বীর ধনঞ্জয়।
এক চক্ষু নগরেত গেল মহাশয়॥
ত্রিনেত্র নগর তাত দীর্ঘ নাসা রাজ্য।
ত্রিপদ নগর হতে ঘোড়া হইল বার্য্য॥
শশাঙ্ক নগর আর এক শৃঙ্গ দেশ।
ঘোড়া লইয়া পার্থ মনোহর বেশ॥
কোথাত নাহিক বীর অর্জ্জুন সমান।

* * * *

রাক্ষস নগরে গিয়া ঘোড়া উপস্থিত।
তথাতে রাক্ষস সব আছএ বিদিত ॥
মনুষ্যের মাংস খাএ আর পশুগণ।
বহুকাল জীয়ন্ত রাক্ষস মহাজন ॥
তিনকোটি রাক্ষস আছন্ত সেই দেশ।
নৃপতি ভীষণ নাম ভয়ঙ্কর বেশ ॥
বক রাক্ষসের পুত্রে বড মায়া করে।
অর্জ্জুনের ঘোড়া গেল তাহার নগরে ॥
নগর ভিতরে গিয়া সে অশ্ব ভ্রমন্ত।
ব্রহ্ম নাম রাক্ষসে তাহাতে আলোকন্ত ॥
ঘোড়ার মাথার পত্র পড়িয়া চাহিল।
অর্জ্জুনের ঘোড়া হেন সকলে জানিল ॥
গজমুণ্ড কমণ্ডলু হাতএ তাহার।
কুম্ভকার চক্রহেন কর্ণে পরে হার ॥
উচ্চতর কপাল বিকট দশন।
গজের অস্থিএ করে দন্ত সুলক্ষণ ॥
রাজার বিদিতে তেঞি ত্বরমাণে গিয়া।
ঘোড়ার বৃত্তান্ত সব কহিল খুলিয়া ॥
যুধিষ্ঠির রাজার কনিষ্ঠ সহোদর।
তার নাম বিখ্যাত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
ঘোড়া রাখিবারে আইল নগরে তোহ্মার।
এহি পার্থ জান বিখ্যাত ভুবনার ॥
তোর বাপ বক রাক্ষস মহাবল।
ভীমে তারে মারিয়াছে শুনিছ সকল ॥
ভীমের কনিষ্ঠ পার্থ মহাবীর।
পিতৃ-বৈরী সংহার সংগ্রামে হইয়া স্থির ॥
সৈন্য বন্দি কর সব রাক্ষসের পতি।
নরমেধ যজ্ঞ কর পুণ্য হইব অতি ॥
আচার্য্য হইব আহ্মি অতি গুণবন্ত।
আর সব রাক্ষস জে আছে পুণ্যবন্ত ॥
কুলীন ব্রাহ্মণ সব আছএ নগরে।
চাতুর্মাস্য মহাব্রত সদাএ আচরে ॥
মদ্যপান করি তারা রুধির পিবন্ত।
তপস্বীর মাংসে পারণ করিবেন্ত ॥
চাতুর্মাস্য ব্রত তারা কাষ্ঠা নির্ব্বাহন্ত।
কহি শুন ভীষণ রাক্ষস মহিমন্ত ॥
শ্রাবণ মাসেত যজ্ঞ আরম্ভিল দক্ষ।
জলবাসীত পক্ষীর মাংস করে ভক্ষ ॥
ঊর্দ্ধ-বাসি-পক্ষী সকল ভক্ষিয়া।
ভাদ্রমাস নির্ব্বাহন্ত ব্রতস্থ হইয়া ॥
আশ্বিনেত জটাধর তপস্বী ভক্ষন্ত।
কার্ত্তিকেত কুমারীর মাংস খায়ন্ত ॥
এহেন ব্রাহ্মণ রাজা সর্ব্বযজ্ঞ তোর।
নরমেধ যজ্ঞ কর বাক্য ধর মোর ॥
ধনঞ্জয় বীর ধর তোর পিতৃ-বৈরী।
অশ্বগজ জতেক তাহারে আন ধরি ॥
নরমেধ-যজ্ঞ কর শুন মহারাজ।
পাইবা বহুল পুণ্য রাক্ষস সমাজ ॥
রাবণ রাজাএ পূর্ব্বে এহি যজ্ঞ কৈল।
আহ্মি ভুঞ্জি তাতে বড় পুণ্য পাইল ॥
সেই হতে এহি যজ্ঞ কেহ নাহি করে।
তুহ্মি কর এহি যজ্ঞ মন কুতূহলে ॥
বক রাক্ষসের বধ শুনিয়া ভীষণ।
ভক্তি করি তাহাকে কহিল ততক্ষণ ॥
পিতৃ-বৈরী আসিয়া মিলিল ধনঞ্জয়।
তাহাকে ধরিব দৃঢ় কহিল নিশ্চয় ॥
কিন্তু নরমেধ যজ্ঞ ভোজন তোহ্মার।
কতেক ভুঞ্জিবা তুহ্মি কহ তত্ত্বসার ॥
পার্থ সৈন্য সকল তোহ্মার উপভোগ।
কহ ব্রহ্মরাক্ষস কেমন হএ যোগ ॥

খাইবারে মাংস ব্রহ্মা শুন নৃপবর।
মনুষ্য উত্তম জাতি বড় বহুতর॥
হৃষ্টপুষ্ট সহস্রেক নর কলেবর।
উদর ভরাইব আহ্মি তোহ্মার গোচর॥
যৌবনে আছিল এক সহস্র নির্ণয়।
এখনে ভক্ষিতে নারি বার্দ্ধক সময়॥
এহি মাত্র খাইব আহ্মি তোহ্মার যজ্ঞয়।
বিশেষ না পারি স্বামী শুন মহাশয়॥
ব্রহ্মরাক্ষসের হেন বচন শুনিয়া।
তুষ্ট হইল রাজা অন্ন ভোজন জানিয়া॥
তবে ব্রাহ্মণ সব দ্বারেত আনিল।
যজ্ঞ হেতু অতি বড় মণ্ডপ তুলিল॥
ধনঞ্জয় ধরিবারে সাজন্ত ভীষণ।
কুতূহলে নিঃসরিল রাক্ষসের গণ॥
তিন কোটি রাক্ষস সাজিল যুঝিবার।
রথ অশ্ব গজ সৈন্য বহু পরিবার॥
রাক্ষসী সব হইল কুতূহল।
রণেত শোণিত মাংস খাইবার তর॥
অর্জ্জুনের ধ্বজে বানর হনুমন্ত।
ব্রহ্মরাক্ষসীএ তারে দেখি আলোকন্ত॥
হনুমান দেখিয়া তান মনে হৈল ভয়।
পলাও পলাও বুলি ডাকে অতিশয়॥
রাবণ রাজাএ পূর্ব্বে রামের বনিতা।
লঙ্কাপুরে নিল সীতা সুচরিতা॥
অশোক বনের মধ্যে তাহাকে রাখিল।
বশ্য করিবারে আহ্মি সব নিয়োজিল॥
এহি যে বানর গুটি সীতার নিকট।
আহ্মি সবে দেখি তারে পাইল সঙ্কট॥
বহুল রাক্ষস সৈন্য মারিল প্রধান।
দহিলেক লঙ্কা যে রাবণ বিদ্যমান॥
তাহার সম্মুখে না হইব তুহ্মি সব।
মহাবলী বানরে করিব পরাভব॥
এত শুনি সৈন্যগণ জাএ ক্রোধ করি।
হনুমান ধরিবার মনে গর্ব্ব করি॥
আকাশ গমনে আইসে নিশাচরগণ।
শ্রীকৃষ্ণ তর্জ্জিয়া বোলন্ত বচন॥
তবে ভীষণে বুলিল শীঘ্রগতি।
আজি কোথা যাইবা মূঢ়মতি॥
তোর ভাই ভীমসেনে মোর বাপেরে বধিল
তখনে বালক মুই প্রাণ লইয়া গেল॥
বড় ভাগ্যে তোহ্মার লাগ পাইছি এথা।
সংহারিমু আজি তুই জাইবে কোথা॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আজি আহ্মি আরম্ভিল।
তোর ভাই ভীমে যে মোর পিতৃ সংহারিল॥
তোহ্মার শোণিত আজি করিব যে পান।
ধর দেখি ধনঞ্জয় গোটাকত বাণ॥
এ বুলিয়া ভীষণ রাক্ষস মহাবল।
শরজাল করে যেন বরিষার জল॥
জতেক রাক্ষসগণে বাণ বৃষ্টি করে।
বহু অস্ত্র মারিয়া মারন্ত তরুবরে॥
• • সের বল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া ক্রোধ অতিশয়॥
বাণে কাটি তরুবর কৈল চূর্ণবৎ।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারে অবিরত॥
ভাঙ্গিল রাক্ষস সব ধাএ চারিধার।
গিরি মধ্যে প্রবেশিল প্রাণ রাখিবার॥
তবে ভীষণ রাজা রাক্ষসের পতি।
আইল রাক্ষসী মায়া ক্রোধ হইয়া অতি॥
বন মধ্যে হইল পর্ব্বত গুরুতর।
সিংহ ব্যাঘ্র মহুক্ত চরে আর শূকর॥